NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

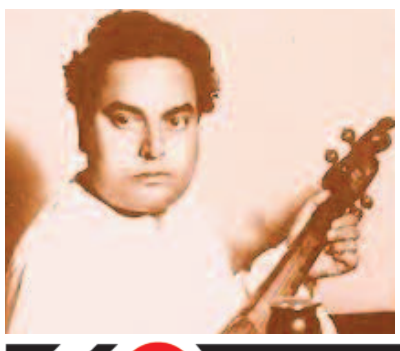

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ কারার ঐ লৌহ কপাট ও শিল্পী গিরীণ চক্রবর্তী

জিন পরিচয়, মোহর ও ধর্মীয় ভয়ে প্রতারণার অভিযোগ ৬

কলকাতা ২০ নভেম্বর ২০২৩ ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ১৫৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 20.11.2023, Vol.17, Issue No. 158, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

আগামী সপ্তাহে কমবে তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সকাল-সন্ধে শীতের আমেজ টের পাবে বঙ্গ, বলছে হাওয়া অফিস। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে মূলত পরিষ্কার আকাশই থাকবে। দিনের বেলায় উষ্ণতা বাড়বে। সকাল এবং সন্ধেয় শীতের আমেজ কিছুটা ফিরবে। পাশাপাশি পশ্চিমের জেলাগুলিতেও নামবে তাপমাত্রা। হাওয়া অফিসের খবর অনুযায়ী, তাপমাত্রা মোটামুটি থাকবে ২০ ডিগ্রির নিচে। আগামী সপ্তাহের শেষে তাপমাত্রা নামতে পারে। বাড়বে শীতের আমেজ। আগামী তিন দিন রাতের তাপমাত্রা এক থেকে ২ ডিগ্রি কমতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরের জেলাগুলিতেও নামবে তাপমাত্রা। উত্তরবঙ্গে আপাতত পরিষ্কার আকাশ থাকবে। মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পার্বত্য এলাকায়। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মূলত পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে দার্জিলিং ও কালিম্পং-এই দুই জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লম্ব সুড়ঙ্গ খুঁড়ে উদ্ধারের চেষ্টা

দেরাদুন, ১৯ নভেম্বর : উত্তরকাশীর সিল্কিয়ারায় সুড়ঙ্গের ভিতরে উদ্ধারকাজ নিয়ে উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগে ক্রমশ বাড়ছে। সাত দিন পেরিয়ে অষ্টম দিনেই পৌঁছেও সুড়ঙ্গে আটকে থাকা ৪১ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা যায়নি।

কোন পথে এগনোর চেষ্টা চলছে তা খতিয়ে দেখতে রবিবার ঘটনাস্থলে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়করি এবং উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। উদ্ধারকাজে উল্লম্বভাবে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার সমস্ত প্রস্তুতি করা হয়েছে। সব ঠিক থাকলে সেই পথেই ৪-৫ দিনে উদ্ধারকাজ সম্ভব বলে আশা করছে আধিকারিকরা।

বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও) জানিয়েছে, সুড়ঙ্গের উপরের দিকে কোন জায়গায় খুঁড়লে দ্রুত শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনো যাবে, সেই জায়গাটি চিহ্নিত করা হয়েছে। একটু হলেও আশার কথা, সিল্কিয়ারা টানেলের উপরে পাহাড়ের মাথা থেকে যে উল্লম্বভাবে ড্রিলিং করে রাস্তা তৈরির প্রচেষ্টা চলছিল, রবিবার বিকেলের মধ্যেই সেই গর্তটি খননের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রায় প্রস্তুত।

বিশ্বকাপ জয় অস্ট্রেলিয়ার স্বপ্নভঙ্গ ১৪০ কোটি ভারতীয়র

আমদাবাদ, ১৯ নভেম্বর: আইসিসি বিশ্বকাপে একটা মাত্র ম্যাচ হারল ভারত। আর সেটা ফাইনাল।

বিশ্বকাপ ফাইনালে এসে অস্ট্রেলিয়ার কাছে বিজয়রথ থামল ভারতের। টিম ইন্ডিয়ার ২৪০ রান তাড়া করে ৭ ওভার বাকি থাকতেই মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের অঙ্ক তুলে ফেলে ক্যাঙারু বাহিনী। দলের ২৩৯ রানের মাথায় ট্র্যাভিস হেড ১৩৭ রানে আউট হলেও এদিনের ভারতে রানকে তাড়া করতে তিনিই মুখ্য ভূমিকা নেন। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দেন মারনুস ল্যাবুশেন। ল্যাবুশনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ৫৮ রান। এদিন জয়সূচক রান আসে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ব্যাট থেকেই।

ফাইনালে ভারতের স্কোরবোর্ডে ছিল ২৪০ রান। অস্ট্রিলায়র বিরুদ্ধে এই স্কোর ঠিক কতটা সুরক্ষিত তা বলা কঠিন ছিল। অথচ ভারতীয় দলই আগের ম্যাচে করেছিল ৩৯৭ রান। বিশ্বকাপ সেমি ফাইনালে দুরন্ত পারফর্ম করা সেই ভারতীয় দল ফাইনালে করল মাত্র ২৪০। এককথায় এদিন ভারতীয় ব্যাটিংয়ের ভরাডুবি।

রবিবার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে যে পিচে ফাইনাল খেলা হল, এই পিচেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হয়েছিল। তবে লিগের ম্যাচ এবং ফাইনালের মধ্যে পার্থক্য অনেক। পিচেও পার্থক্য থাকবে এমনটাই প্রত্যাশা করা হয়েছিল। তবে সেটা হয়নি। ফলে ফাইনালে এত মন্থর উইকেটে অস্বস্তিতে পড়েন ভারতীয় ব্যাটাররা। স্লো-পিচে স্কোরটা আপাতদৃষ্টিতে কম মনে হলেও তা হাল ছাড়ার মতো ছিল না। কারণ, এই বিশ্বকাপেই তো ভারতীয় দল তিন প্রতিপক্ষকে ৫৫, ৮৩ এবং ১২৯ রানে অলআউট করেছে। ফলে আশায় বুক বেঁধেছিলন ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

রবিবার ফাইনালে টস হতেই এর আগের দু'টি বিশ্বজয়ের সঙ্গে তুলনা শুরু করেন ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা। ১৯৮৩ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। ফাইনালে টস হেরেছিলেন কপিল দেব। তেমনই ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনালে টস হেরেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। দু-বারই ফল ভারতের পক্ষেই গিয়েছিল। তেমনই আমেদাবাদে টস জিতে প্যাট কামিন্স ফিল্ডিং নিতেই অনেকেই বলেছিলেন, সৌরভের ভুলটাই যেন করলেন প্যাট কামিন্স। ২০০৩ বিশ্বকাপে টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বড় টার্গেট দিয়ে ভারতকে হারিয়েছিল অজিরা।

২০ বছর পর ফের বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি ভারত-অস্ট্রেলিয়া। এদিন শুরুটা যেমন হয়, তেমনই করেছিল ভারত। তবে প্রথমেই শুভমন আউট হতেই এক ধাক্কা খায় ভারত। মন্থর পিচে শট খেলা সহজ নয়। শুভমন গিল সেটা করতে গিয়েই ম্যাক্সওয়েলের বলে ক্যাচ দেন ট্রাভিস হেডকে। কভার থেকে পিছন দিকে ১১ মিটার দৌড়ে অনবদ্য ক্যাচ নেন ট্র্যাভিস। এদিকে রোহিত শর্মার স্ট্র্যাটেজি ছিল স্পষ্ট। পাওয়ার প্লে থেকে যতটা সম্ভব রান তোলা যাত দল একটা মোমেন্টাম পায়।আর তিনি আউট হলেও যেন বিরাট, কে এল রাহুলরা সেই মঞ্চে বড় রান করার পরিস্থিতি তৈরি করতে পারেন। এদিনও সেটাই করার চেষ্টা করতে গিয়ে ৪৭ রানে আউট হন। এরপর লোকেশ রাহুল-বিরাট কোহলি জুটি ইনিংস মেরামতির চেষ্টা করে। তবে এদিন বিরাটের আউট খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ব্যক্তিগত ৫৪ রানের মাথায় প্যাট কামিন্সের বল ট্যাপ করেছিলেন বিরাট কোহলি। প্লেড অন হন। বিরাট ফিরতে সেই দায়িত্ব পড়ে রাহুলের কাঁধে। তবে রিভার্স সুইংয়ে সমস্যয় পড়েন রাহুল, জাডেজারা।

এদিকে ৬৬ রানে ফেরেন লোকেশ রাহুল। স্লগ ওভারে সূর্যকুমার যাদবের ওপর প্রত্যাশা ছিল। যদিও তাঁকে এদিন স্লোয়ার দেন অজি বোলাররা। এদিকে সূর্যর পছন্দ পেস। ফলে অস্বস্তিতে পড়েন সূর্য। ৪৮তম ওভারে সূর্য আউট হতেই অনেকেই আশঙ্কা করছিলেন আদৌ ৫০ ওভার ব্যাট ভারত করতে পারবে কি না। ঠিক ৫০ ওভারের মাথাতেই পড়ে শেষ উইকেট। স্কোরবোর্ডে তখন ২৪০ রান।

‘রাজ্য ছটপুজোয় দু’দিন ছুটি দেয়’, অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে খোঁচা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছটপুজোর অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে দু'দিন ছুটি ঘোষণা করে কেন্দ্রকে খোঁচা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার মন্তব্য 'এ রাজ্যের সরকার ছটপুজোয় দু'দিনের ছুটি দেয়, যা কেন্দ্রের সরকারও দেয় না।' রবিবার কলকাতা বন্দর এলাকার তক্তাঘাট ও দই ঘাটের ছটপুজোর অনুষ্ঠানে অংশ নেন মমতা। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগামী কাল ও রাজ্যে ছট পুজোর ছুটি থাকবে। ছটপুজোর জন্য দিল্লিও কোনও ছুটি দেয় না।' তক্তাঘাটে তিনি বলেন, 'আমাদের অনেক মা-বোন আছে, যাঁরা ৩৬ ঘণ্টা উপোস করে, তারপর এই পুজো করে। আমিও খেয়ে আসিনি। যে দেশে গঙ্গা বয়ে যায়, সেই দেশ পবিত্র দেশ। আমাদের রাজ্যে গঙ্গা আছে। আমি গঙ্গাকে প্রণাম করি।'

শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ছট পুজো। চলবে সোমবার পর্যন্ত। শহর ও রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তে গঙ্গার ঘাটে চলছে পুজোপাঠ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যখন গঙ্গার ঘাটে যাবেন, আস্তে আস্তে যাবেন। আস্তে আস্তে পুজো করে, আস্তে আস্তে ফিরে আসবেন। গঙ্গার ঘাটে বাচ্চাদের নিয়ে যাবেন না, সামলে রাখবেন। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা সারারাত থাকবে। যতক্ষণ না সকালে পুজো শেষ হবে, যতক্ষণ না আপনারা ঘরে না ফিরবেন। পুলিস প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবকরা আপনাদের খেয়াল রাখবেন। নিশ্চিন্তে পুজো করুন।'

এদিন পরবর্তী গন্তব্য ছিল দইঘাট। সেখানে গিয়ে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী। অঞ্জলি দেন, প্রদীপ নিয়ে আরতি করেন। মমতা বলেন, 'রাম পেয়ারে রামের কথা মনে পড়ছে। প্রতিবছর দইঘাটে দেখা হত। আমাদের সাথে থাকত। আমাদের পুরনো সহযোদ্ধা। জীবনের পুরোটাই আমাদের দলকে দিয়েছেন। পরিবারকে আমাদের শোক জানাচ্ছি।'

জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু আলোর শহরে। চন্দননগরের 'রানি মা'। ছবিটি তুলেছেন সুস্মিতা মণ্ডল

বাণিজ্য সম্মেলনের হাত ধরে রাজ্যে বস্ত্রশিল্পে ৫০০ কোটির বিনিয়োগ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এ বছরের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের হাত ধরে রাজ্যে বস্ত্রশিল্পে ৫০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ আসতে চলেছে বলে খবর নবান্ন সূত্রের। সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই এই সব বিনিয়োগের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে। এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে দেশের পাশাপাশি বিদেশেরও বেশ কিছু শিল্পপতিরা অংশ নিচ্ছেন। স্পেন, আরব আমিরশাহি, পোল্যান্ড এবং ব্রিটেন থেকে আসছেন সবথেকে বেশি প্রতিনিধি। ফলে গত বছরের থেকে এবারের বিনিয়োগের প্রস্তাব টাকার অঙ্কে অনেক বেশি হবে বলেই মনে করছে রাজ্য প্রশাসন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারে ব্রিটেন থেকে আসছেন ৫৫ জন প্রতিনিধি এবং স্পেন থেকে ৮ জন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পেন এবং দুবাই সফরের পর বিদেশি বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি রাজ্যে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসায় আগ্রহ দেখাচ্ছে। দেশের অন্যান্য রাজ্যের শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যেও বাংলায় বিনিয়োগ করায় উৎসাহ বাড়ছে। দেখা যাচ্ছে, বিনিয়োগের আগ্রহ বেশি বস্ত্রশিল্পে। এই শিল্পে আসন্ন বাণিজ্য সম্মেলনে প্রায় ৬৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগের ঘোষণা হতে চলেছে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। রাজ্যের হিসেব হল, বস্ত্রশিল্পে বিনিয়োগের জেরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। বিনিয়োগ টানতে ক্ষুদ্রশিল্পের ওপরেও অনেকটা ভরসা রাখছে রাজ্য সরকার। ২ বছর আগে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ইউনিফর্ম তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য। সেই সিদ্ধান্ত যে শুধু পাওয়ারলুম ক্ষেত্রে জোয়ার এনেছে তা নয়, এর হাত ধরে রাজ্যের বস্ত্রশিল্পের চিত্রটিও সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে বলেই জানাচ্ছেন রাজ্যের আধিকারিকরা। সেই সূত্রেই পূর্ব ভারতের প্রথম ডেনিম ফ্যাক্টরি গড়ে উঠতে চলেছে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার বাগনানে। সেখানে প্রায় ১৯৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে বছরে ১.৭ কোটি মিটার ডেনিম উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করবে বেসরকারি সংস্থাটি। আবার, নদিয়ায় অন্য একটি সংস্থা ৭০-১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তুলতে চলেছে একটি রেডিমেড গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি। সেখানে ২ হাজার জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকছে। হাওড়ার জগদীশপুরে ১৭৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ একটি সুতো তৈরির কারখানা চালু করবে আরও একটি সংস্থা। পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা, সোদপুর এবং গুড়াপে বস্ত্রশিল্প স্থাপনে আরও প্রায় ৫৮ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব আসতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। বাণিজ্য সম্মেলনেই এই সমস্ত বিনিয়োগের ঘোষণা হবে। সম্প্রতি, বস্ত্র শিল্পের নতুন উৎসাহ নীতি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। তার হাত ধরেই এই বিনিয়োগ।

নামেই ‘সুবিধা’, তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রের একাধিক জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে বারবার সরব হয়েছে এ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল । এবার তাদের হাতিয়ার স্পেশাল 'সুবিধা' ট্রেনের ভাড়া। রবিবার সোশাল মিডিয়ায় এই সংক্রান্ত পোস্ট করে কেন্দ্র সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামেই 'সুবিধা', ভাড়া বিমানের চেয়েও বেশি। সাধারণ মানুষ যাবেন কোথায়? এই প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে। যাত্রীদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত, বলে অভিযোগে সরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পোস্টে লেখেন, 'এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে রেলে যাত্রীভাড়া অত্যধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। কখনও তা বিমানের ভাড়ার চেয়েও বেশি হয়ে যাচ্ছে! পর্যাপ্ত নিরাপত্তাও নেই। জরুরি পরিস্থিতিতে তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে?' তাঁর পরামর্শ, 'ভাড়াবৃদ্ধি রোধ করার স্বার্থে তা কমাতে হবে। নিরাপত্তায় আরও জোর দিতে হবে।'

খড়দায় বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার একই পরিবারের চার সদস্যের পচাগলা দেহ

স্ত্রী ও সন্তানদের খুন করে আত্মঘাতী গৃহকর্তা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিবার যখন চর্চায় শুধুই বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচ, তখনই হইচই ফেলে দেওয়ার মতো খবর মিলল খড়দায়। খড়দা পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বলরাম সেবা মন্দির হাসপাতাল সংলগ্ন এম এস মুখার্জি রোডের 'করবী টাওয়ার' নামক আবাসনের বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল একই পরিবারের চার সদস্যের দেহ। তার মধ্যে একজন তরুণী ও একজন বালক। আবাসনের দোতলার একটি ফ্ল্যাট থেকে পচা গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেন আবাসিকরা। পুলিশ বন্ধ ফ্ল্যাটের দরজা ভাঙতেই দেখা যায়, ঘরের মেঝে ও বিছানায় লুটিয়ে পড়ে রয়েছে তিন জনের দেহ। পাশের একটি ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন গৃহকর্তা। পুলিশ দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃতরা হলেন বৃন্দাবন কর্মকার (৫০), তাঁর স্ত্রী দেবশ্রী কর্মকার (৪১), তাঁদের ১৬ বছরের মেয়ে ও ৮ বছরের ছেলে। পুলিশ সূত্রে খবর, ফ্ল্যাট থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করেছে। সেটি 'সুইসাইড নোট' ধরেই ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। তাতে উল্লেখ, স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল যেটা নিয়ে অশান্তি। বারংবার মেলামেশায় নিষেধ করা সত্ত্বেও, স্ত্রী কর্ণপাত করেনি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, স্ত্রী ও দুই সন্তানকে কুপিয়ে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন কাপড় ব্যবসায়ী। যাবতীয় সম্পত্তি কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে দেওয়ার পরামর্শ চিরকুটে লিখে গিয়েছেন পরিবারের গৃহকর্তা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পরিবারের সকলে খুব মিশুকে স্বভাবের ছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবন একটু অল্প কথাবার্তা বলতেন। যদিও স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে অশান্তির কথা বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারেননি স্থানীয়রা। মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসেন খড়দা পুরসভার চেয়ারপার্সন নীলু

সরকার। তিনি বলেন, 'ভদ্রলোকের নাম বৃন্দাবন কর্মকার। পেশায় ওনি ব্যবসায়ী ছিলেন। শুনলাম পাড়ার কালী পুজোয় উনি মূর্তি এবং প্রতিমার কাপড়ও দিয়েছিলেন। এলাকার লোকজনের কাছে শুনেছি প্রতিমার বিসর্জনে ওনি অংশ নিয়েছিলেন।'

বৃন্দাবনের জামাইবাবু দুলাল দত্ত বলেন, গত ১০ বছর ধরে শ্যালকের সঙ্গে তাদের কোনওরকম সম্পর্ক ছিল না। তিনি শুনেছিলেন ব্যারাকপুর চিড়িয়ামোড়ের দোকান নাকি শ্যালক বিক্রি করে দিয়েছেন। ঘটনার তদন্তে এসে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল আশীষ মৌর্য বলেন, 'ব্যবসায়ী বৃন্দাবন কর্মকার নিজের পরিবার নিয়ে ফ্ল্যাটে থাকতেন। ওই ফ্ল্যাট থেকে পচা গন্ধ পান স্থানীয়রা। পুলিশ এসে ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে চার জনের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। তবে গৃহকর্তা পাশের ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিলেন। ওই ফ্ল্যাট থেকে একটি সুইসাইড নোট পেয়েছি। সেই নোটের লেখাগুলো সঠিক কিনা, তা যাচাই করে দেখা হবে। পরিবারের লোকজনের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ টিম এনে ঘটনার তদন্ত করা হবে।'

বিহার জুড়ে ব্যাপক ধুমধাম করে পালিত হল ছট উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাটনা: বিহার জুড়ে ব্যাপক ধুমধাম ও সমারোহের সঙ্গে পালিত হল ছট। এই উৎসবের অংশ হিসেবে বিহার জুড়ে লক্ষ লক্ষ পুরুষ ও মহিলা রবিবার অস্তগামী সূর্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিহার রাজ্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই উৎসব বর্তমানে বহুদূর পর্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছে।

ছট উপলক্ষ্যে মানুষ ৩৬-ঘণ্টা উপবাস করে থাকেন। শুধু তাই নয়, তারা কোমর পর্যন্ত গভীর জলে দাঁড়িয়ে সূর্যের পুজো করেন।

কেউ কেউ আবার ছাদের উপরে জলে দাঁড়িয়েও এই উপবাস পালন করেন, কিন্তু অনেকে আবার নদী, হ্রদ বা পুকুরের ঘাটে পৌঁছনোর জন্য দীর্ঘ পথ হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছন। অনেকে পুজোর সামগ্রী ভর্তি বেতের ঝুঁড়ি কাঁধে নিয়েও নদী, হ্রদ বা পুকুরে যান। খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে বিহারবাসী এদিন ছট উৎসব পালন করেন।

Change Of Name

I, **M RAJARAVI CHANDRA,** S/O M KALI DAS resident of 601/30, Sukantapally, Malancha, PS-Kharagpur (T) declare on 18.11.23 before JM (1st class) Kharagpur that **M RAJARAVI CHANDRA** & **MAJJI RAJARAVI CHANDRA** is same, one & identical person.

নকশালবাড়িতে এটিএম লুটের চেষ্টায় গ্রেপ্তার হলেন এক সেনা জওয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন, নকশালবাড়ি: শিলিগুড়ির নকশালবাড়িতে এটিএম লুটের চেষ্টায় গ্রেপ্তার হলেন এক সেনা জওয়ান। ধৃতের নাম ঋষভ প্রধান। বাড়ি নকশালবাড়ির বাবুপাড়া এলাকায়।

অভিযোগ, শনিবার গভীর রাতে নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম মেশিন ভেঙে টাকা লুটের চেষ্টা করেন গোর্খা রেজিমেন্টের ওই কর্মী। তিনি ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এরপর সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি চালানোর সময় বিষয়টি নজরে আসে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের। এরপরই খবর যায় নকশালবাড়ি থানায়। ওসি অনির্বাণ নায়ক সহ পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে

এসে ঋষভকে ধরে ফেলেন। রবিবার এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ম্যানেজারের তরফে নকশালবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর ঋষভ প্রধানকে এদিন গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বিএসএফের নজরদারিতে ছটপুজো চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে

নিজস্ব প্রতিবেদন, চ্যাংরাবান্ধা: পুলিশ এবং বিএসএফের কড়া নজরদারি রয়েছে কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের ছটপুজোর ঘাটে । বিএসফের প্রহরার মধ্য দিয়েই সীমান্তের ধরলা নদীতে এবারও ছটপুজোর আনন্দে সামিল হয়েছেন সীমান্তবাসী।

রবিবার আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের নিজেদের উদ্যোগে এবারও ছটপুজোর ঘাট সংস্কার ও সাজানোর কাজও প্রায় শেষের পথে। ইতিমধ্যেই নদীঘাট এলাকা পরিদর্শন করে গিয়েছেন সীমান্তের বিএসএফ, পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। জায়গাটি একেবারে বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা। তার উপর এখানে নেই কোনও কাঁটাতারের বেড়া। তাই প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তার দিকটি গুরুত্ব দিয়ে দেখার দাবির আগেই জানিয়েছিলেন স্থানীয়রা। তারা জানান, কয়েকবছর আগে এই

ছটপুজোর ঘাটে বাংলাদেশের দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছিল। তারা ভারতীয় পুণ্যার্থীদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়েছিল। ভেঙে নষ্ট করে দিয়েছিল পুজোর বেদী। এরপর থেকে এই এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক রয়েছে। সেই জন্যই সীমান্তের এই ছটপুজোর ঘাটে অতিরিক্ত নজরদারি ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Ramesh Kumar Parasramka, গত ১৬/১১/২০২৩ তারিখে নোটারী পাবলিক এফিডেভিটের দ্বারা এখন থেকে Ramesh Parasramka নামে পরিচিত হবো।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০ শে নভেম্বর । ৩ রা অগ্রহায়ণ । সোম বার। অষ্টমী তিথি । জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা। বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই ।

মেষ রাশি : পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি জোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি । বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি ।গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ির কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ও র সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে-পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে । দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ছটপুজো উপলক্ষ্যে গঙ্গা ঘাট পরিদর্শন করে পুজোর শুভেচ্ছা জানালেন সাংসদ অর্জুন সিং।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়ান্ট স্ক্রিনে বিশ্বকাপ

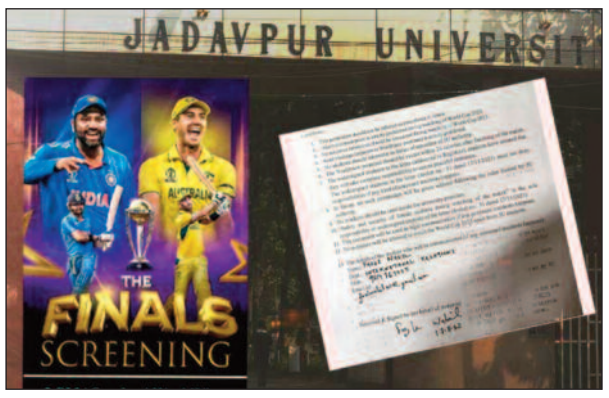

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর ক্যাম্পাসে জায়ান্ট স্ক্রিনে বিশ্বকাপ দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিগ স্ক্রিনে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার খেলাদেখার সুযোগ পাবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং কর্মীরা। তবে এই আয়োজনের আগে আয়োজকদের 'মুচলেকা' স্বাক্ষর করতে হয়েছে। কর্তৃপক্ষের তরফে একগুচ্ছ শর্ত চাপানো হয়েছে আয়োজকদের উপর। বলা হয়েছে, জমায়েত করা পড়ুয়ারা মদ, মাদক সেবন করতে পারবেন না। পোড়ানো যাবে না বাজি। বহিরাগতদের এই আয়োজনে ডাকা যাবে না। পাশাপাশি মহিলাদের নিরাপত্তার দিকে নজর রাখতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে থাকা পড়ুয়াদের কথা ভেবে এবার ক্যাম্পাসে জায়ান্ট স্ক্রিনে ফাইনাল খেলা দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ভিউয়ের সামনে জায়ান্ট স্ক্রিনে খেলা দেখাচ্ছে জেনারেল বডি। সায়েন্স আর্টস মোড়ে ব্যবস্থা করেছে এসএফএসইউ। ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস ইউনিয়ন রুমে জায়ান্ট স্ক্রিন লাগিয়েছে ফেটসু। তবে এই আয়োজনের অনুমতি চাইতে গিয়ে 'মুচলেকা'য় স্বাক্ষর করতে হয় আয়োজকদের।

যেখানে বলা হয়েছে, মদ এবং মাদক সেবন চলবে না। ওয়ার্ল্ড ভিউয়ের কাছে রাস্তা বন্ধ করা যাবে না। নিরাপত্তাকর্মীদের কাজে বাধা দেওয়া যাবে না। খেলা শেষের ২০ মিনিটের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ভিউয়ের সামনের রাস্তা ফাঁকা রাখতে হবে। বাজি পোড়ানো যাবে না। মহিলাদের নিরাপত্তার দিকে নজর রাখতে হবে। বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা। পাশাপাশি বলা হয়েছে, কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে দায়ী থাকবেন মুচলেকায় স্বাক্ষরকারীরা।

কম্বল নিয়েই গড়ফা থানায় হাজির হলেন নওশাদ সিদ্দিকী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলিশ নোটিস দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকে। রবিবার রাতে কম্বল নিয়েই গড়ফা থানায় হাজির হলেন নওশাদ সিদ্দিকী।

নওশাদের বক্তব্য, জয়নগরের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়। বিরোধীরা যখন জয়নগরে সক্রিয় হচ্ছে, তখন নোটিস দিয়ে ডাকা হচ্ছে। কম্বল নিয়ে এসেছি। বিশ্বাস তো নেই এদের। ঠান্ডার মরসুম। ঠান্ডাতে আমি একটু দুর্বল। যদি রাখে থেকে যাব। কম্বল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি একদম।

প্রসঙ্গত, গড়ফা থানায় কিছুদিন

আগেই নওশাদ সিদ্দিকীর গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। বিধায়কের গাড়ি অন্য একটি গাড়িকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরই ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকে গড়ফা থানায় ডেকে পাঠানো হয়। বলা হয়েছিল, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে হাজিরা দিতে হবে থানায়। যদিও নওশাদ পাল্টা ইমেল করেন গড়ফা থানায়। জানিয়ে দেন, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তিনি থানায় যেতে পারবেন না। আগাম কর্মসূচি ঠিক করে রাখায় সম্ভব নয় বলে জানিয়েছিলেন নওশাদ। তবে একইসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, তিনি উপস্থিত হবেন। সেইমতোই রবিবার সন্ধ্যায় গড়ফা থানায় যান।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জেলে ঢোকানোর ছক কষছে বিজেপি

বিস্ফোরক দাবি করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর: আবগারি মামলায় ইতিমধ্যে দিল্লির একাধিক মন্ত্রী জেলে। আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকেও তলব করছে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি। জল্পনা ছড়িয়েছে, খুব শিগগির কেজরিকেও জেলে ভরবে সিবিআই-ইডি। এবার কেজরি নিজেই এই বিষয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন। তিনি বলেন, তাঁকে ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন, বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবদের গ্রেপ্তারের ছক কষেছে বিজেপি।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের গোড়ায় একই রকম আশঙ্কা প্রকাশ করেন তৃণমূল নেত্রী মমতাও। কেজরির বক্তব্য, লোকসভা ভোটে জয় নিশ্চিত করতে শক্তিশালী বিরোধী নেতাদের বেছে বেছে জেলে ভরছে বিজেপি। তাঁকে ছাড়াও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত সোরেন এবং তেজস্বী যাদবকে গ্রেপ্তারের ছক কষেছে গেরুয়া শিবির। আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যে জেলে গিয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি-র অন্যতম শীর্ষ নেতা মণীশ সিসোদিয়া। একাধিকবার তলব করা হয়েছে কেজরিওয়ালকেও। মুখ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তার হতে পারেন, এই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর পরেও দলীয় কর্মীরা কেজরিওয়ালের নেতৃত্বে ভরসা রাখছেন।

আবগারি দুর্নীতি মামলায় আপ নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেপ্তারিকে প্রথম থেকেই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে আসছেন কেজরি। তাঁর কথায়, তআমি ক্ষমতার জন্য লালায়িত নই। অতীতে ৪৯ দিনের মাথায় মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে ছিলাম। এই ক্ষেত্রেও দিল্লির মানুষ যে রায় দেবেন, তা আমি মাথা পেতে নেব।দ তবে জেলে যাওয়ার আশঙ্কা কাটছে না। ফলে দলীয় নেতা-কর্মীদের গতকাল একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন আপ প্রধান। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেপ্তার হওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপির লক্ষ্য হল একে একে সব বিরোধী নেতাদের জেলা পোরা। যাতে বিরোধীশূন্য দেশে বিনা বাধায় জিততে পারে বিজেপি।' কেজরির দাবি, ২৪-এর ভোটে মোদি বিরোধী হওয়ায় বুঝতে পেরেই ষড়যন্ত্র বাড়ছে।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জেরে বামেদের ইনসাফ যাত্রার সাদার রং বদলালো নীলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগরদিঘি: রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে ছিল ডিওয়াইএফআই-এর ইনসাফ যাত্রা কর্মসূচি। আর এই কর্মসূচিতে বাম নেত্রী মীনাক্ষী সহ সমস্ত নেতা কর্মীদেরই হাজির থাকতে দেখা গেল ভারতীয় ক্রিকেট দলের জার্সিতে। এর মধ্যে মীনাক্ষী ছিলেন ভারতীয় দলের স্টার ক্রিকেটার বিরাট কোহলির জার্সিতে। এদিন বক্তব্য রাখেন তিনি। তবে বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচের কারণে দুপুরের মধ্যেই ইনসাফ যাত্রা শেষ করেন মীনাক্ষীরা।

প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যজুড়ে জনসংযোগ কর্মসূচি চলছে বাম দলের। ডিওয়াইএফআই-এর এই কর্মসূচির নাম রাখা হয়েছে ইনসাফ যাত্রা। ৩ নভেম্বর সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে এই ইনসাফ যাত্রা শুরু হয়। শেষ হবে ৭ জানুয়ারি ব্রিগেডে। ইনসাফ যাত্রার প্রথম কর্মসূচি শুরু হয় কোচবিহার থেকে। এতদিন সাদা পোশাকে হাঁটছিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের নেতা-কর্মীরা। আর এদিন মিছিল ছিল মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে। এখান মিছিল শেরপুর পর্যন্ত যাওয়ার কথা থাকলেও ভারতের ফাইনাল ম্যাচের কারণে কর্মসূচি বদলান নেতাকর্মীরা। দুপুরের পর থেকে ভারতের ম্যাচে ডুবে বাম নেতৃত্বও।

সকাল থেকে গোটা দেশের মতো বিশ্বকাপের ফাইনাল নিয়ে উত্তেজিত গোটা বাংলা। জেলা থেকে শহর, ভারতীয় দলকে চিয়ার করতে একাধিক জায়গায় বেরোয় মিছিল। কেউ আবার আয়োজন করেন যজ্ঞের, কেউ আবার মন্দিরে করেন বিশেষ পুজো। তৃণমূল থেকে বিজেপি দলের নেতা, কর্মী, বিধায়ক, মন্ত্রীদেরও দেখা যায় পুজো দিতে। ২০০৩ সালের পর ফের বিশ্বকাপ ফাইনালে অজিদের মুখোমুখি টিম ইন্ডিয়া। ২০১১ সালের পর এবার ফের ভারতের সামনে ছিল কাপ জয়ের সুযোগ। সেই উন্মাদনায় গোটা দেশবাসীর সঙ্গে গা ভাসান বাম নেতানেত্রীরাও।

আবেগ শেষ, হতাশায় ডুবল আমদাবাদের মোদি স্টেডিয়াম

আমদাবাদ, ১৯ নভেম্বর: শুরুতেই অস্ট্রেলিয়াকে হারানো। তারপর আইসিসি বিশ্বকাপের পরপর দশটি ম্যাচে জয়। ভারত যে 'অপ্রতিরোধ্য' সেই আবেগেই ভাসছিলেন ভারতবাসী। বহু বছর বাদে ফের একবার ভারতের বিশ্বকাপ জেতার সম্ভাবনায় লক্ষাধিক দর্শক আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের খেলা দেখতে এসেছিলেন। স্টেডিয়ামের বাইরে প্রবল উন্মাদনায় ভিড় জমিয়েছিলেন আরও অনেকে। গত কয়েকদিনের সেই উত্তেজনা শেষ পর্যন্ত প্রবল হতাশায় শেষ হল। প্রচণ্ড আশা যখন হতাশায় পরিণত হয়, তখন কথা বলার ভাষা থাকে না। তাই ম্যাচ শেষে কেউ গুম মেরে গেলেন, কেউ আবার চোখের জল রুখতে পারলেন না। দেশের মধ্যে ম্যাচে যে জয়ের আনন্দের শরিক ভারতবাসী হতে চেয়েছিলেন, তা যে শেষ হতে বসেছে তা মোটামুটি ২০ ওভারের

পর কার্যত নিশ্চিত হতে শুরু করে। তাও আশা ছিল, যদি উইকেট পড়ে! যদি মিরাক্যাল ঘটে। কিন্তু সেগুড়ে বালি। পাঁচ বার বিশ্বকাপ জয়ী অস্ট্রেলিয়া আরও একবার বুঝিয়ে দিল তারা অপ্রতিরোধ্য।

আমদাবাদ স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচের টিকিটের জন্য উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। এমনকী আমদাবাদে যাওয়ার প্লেনের টিকিটের দামও হয়ে গিয়েছিল লাগামছাড়া। স্টেডিয়ামের যেদিকে যখনই ক্যামেরা ঘুরেছে তখনই ভারতীয় জার্সির রং আর উন্মাদনা দেখা গিয়েছে। জাতীয় পতাকা, ফেস্টুন, ব্যানার, বাঁশি-হুইসেল নিয়ে তুঙ্গে ছিল উত্তেজনা। গত কয়েকদিন ধরেই আমদাবাদে ক্রমশ ভিড় জমেছিল। হোটেল ফাঁকা পাওয়া যায়নি, দামও বেড়েছে। গোটা শহর ভেঙে পড়েছিল স্টেডিয়ামের রাস্তায়। কীভাবে জয় উদ্‌যাপন হবে সেই প্ল্যানিং-ও যখন রেডি, তখন শেষ মুহূর্তে তাদের সেরা খেলাটা খেলে কাপ জেতার পাশাপাশি ১৪০ কোটি ভারতীয়ের আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে থামিয়ে দিল টিম অস্ট্রেলিয়া।

পিটিআই সূত্রের খবর, অন্তত ৭০ হাজার বা তারও বেশি দর্শক শুধুমাত্র খেলা দেখার জন্যই অন্য শহর থেকে এসেছিলেন আমদাবাদে। দর্শকাসনে ছিলেন লক্ষাধিক। গুটি কয়েক অস্ট্রেলিয়ার সমর্থক ছাড়া সকলেই ভারতীয়। ফাইনাল ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন একাধিক ভিভিআইপি এবং বলিউডের সেলেবরা। শাহরুখ থেকে আয়ুষ্মান খুরানা, দীপিকা কে ছিল না সেখানে? সন্তান সম্ভবা অনুষ্কাও এসেছিলেন মেয়েকে নিয়ে স্বামীর খেলা দেখতে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে অমিত শাহকে দেরিতে হলেও দেখা গিয়েছে গ্যালারিতে। তবে সব আবেগ শেষ হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার অনায়াস ব্যাটিং-এর দৌলতে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২০ নভেম্বর ৩ অগ্রহায়ন, ১৪৩০, সোমবার

দমদম বিমানবন্দরে কর্তব্যরত পুলিশ ও বিমান কর্মীদের সঙ্গে বচসা পুলিশ কর্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দমদম বিমানবন্দরে কর্তব্যরত পুলিশ ও বিমান সংস্থার কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ আইপিএস অফিসার অনির্বাণ রায়ের বিরুদ্ধে। এই পুলিশকর্তা এডিজি প্রভিশানিং পদে কর্মরত বলে সূত্রে খবর। রবিবারের এই ঘটনায় এনএসসিবিআই এয়ারপোর্ট থানায় এডিজির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলেও জানা গেছে।

সূত্রে খবর, পুলিশ ও বিমানবন্দর সূত্রে খবর, রবিবার দুপুরে দিল্লি যাওয়ার জন্য কলকাতা বিমানবন্দরে আসেন এডিজি প্রভিশানিং পদে কর্মরত আইপিএস অফিসার অনির্বাণ রায়। অভিযোগ কলকাতা বিমানবন্দরে ভিতরে কর্তব্যরত এনএসসিবিআই এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন তিনি। এমনকী কর্তব্যরত মহিলা পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে কটূক্তি করার অভিযোগ উঠেছে ওই

আইপিএসের বিরুদ্ধে।

এর পাশপাশি বিমানবন্দর সূত্রে খবর, পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে বচসার পর অতিরিক্ত লাগেজ লাউঞ্জে নিয়ে যাওয়া নিয়ে কর্তব্যরত বিমান সংস্থার কর্মীদের সঙ্গেও তাঁর কথা কাটাকাটি হয়। কর্তব্যরত বিমান সংস্থার কর্মীদের সঙ্গে তিনি দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। কারণ হিসেবে জানা গিয়েছে, তাঁর সঙ্গে থাকা অতিরিক্তি লাগেজের জন্য তিনি নির্ধারিত ফি দিতে রাজি হননি। এই ঘটনায় বচসা বাধতেই খ বর যায় পুলিশের কাছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পুলিশের পক্ষ থেকে এডিজিকে বিমানবন্দরের ভেতর থেকে বাইরে বের করে আনা হয়। তাঁকে আটক করা না হলেও তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরবর্তীকালে এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের তরফেও থানায় ডিজির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এদিকে এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এদিকে এইদিন অনেকে যাত্রী ওই আইপিএস অফিসারকে প্রকাশ্যে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়াতে দেখেন। একজন সিনিয়র আইপিএস অফিসারের এমন আচরণ অনভিপ্রেত বলেই মনে করছেন যাত্রীরা।

প্রতিটি থানায় সিসি ক্যামেরা বসানোর নির্দেশ নগরপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আমহার্স্ট স্ট্রি কাণ্ডের জের। কলকাতা পুলিশের অধীন থানাগুলির সর্বত্র সিসি ক্যামেরার নজরে আনার জন্য নতুন করে নির্দেশ দিল লালবাজার। এদিকে থানার প্রতিটি এলাকাকে নজরদারির অধীনে আনার বিষয়ে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ দেওয়া হলেও সেই কাজ অসমাপ্ত ছিল। সূত্রে খবর, প্রথম দফার কাজের পরে থমকে যায় এই প্রক্রিয়া। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে গত বছর কলকাতা পুলিশের ২৪টি থানায় প্রায় ৯০০টি ক্যামেরা প্রথম দফায় বসানো হয়। অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও টাকার অভাবে কলকাতা পুলিশের বাকি থানায় এবং থানার সর্বত্র ক্যামেরা বসানো যায়নি। এরপরই কলকাতা পুলিশের ডিসিদের নগরপাল বিনীত গোয়েলের নির্দেশ, থানার যেখানে পুলিশকর্মী এবং সাধারণ মানুষ চলাফেরা করেন সেখানে সিসি ক্যামেরা লাগাতে হবে। সে জন্য থানাকে সব রকম সহায়তা দেবে লালবাজার।

এখানে বলে রাখা শ্রেয়, বর্তমানে কলকাতা পুলিশের সব থানার সর্বত্র ক্যামেরা নেই। যেখানে চোরাই মোবাইল জমা দিতে এসে এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, সেই আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় পুলিশ অফিসারদের ঘরেও সিসি ক্যামেরা ছিল না। এর ফলে বিপাকে পড়তে হয় পুলিশকে। কারণ, মৃত্যুর আগে অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে ওই ঘরেই ঢুকেছিলেন অশোক কুমার সিংহ। আগামী দিনে এই ধরনের অস্বস্তিকর ঘটনা ঠেকাতে পুরো থানাকে সিসি ক্যামেরার অধীনে আনতে চাইছে লালবাজার। তবে কত দিনের মধ্যে সিসি ক্যামেরা বসাতে হবে, তা নিয়ে লালবাজার কিছু বলেনি। থানার সব ক্যামেরা সচল রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনের আগে খুলতে হবে দুর্গা ও কালী পুজোর প্যান্ডেল, বার্তা মেয়রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মঙ্গলবার থেকে ২ দিনের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। শহরে পা রাখ বেন ভিন রাজ্যের শিল্পপতিরা। রাঙ্গ স্তা মেরামতের কাজ চলছে জোর কদমে। ইতিমধ্যে যে সমস্ত জায়গায় প্যান্ডেলের বাঁশ খোলা হয়েছে, সেখানে গর্ত বুজিয়ে ফেলার কাজ শুরু করেছে পুরসভা। এদিন মেয়র জানিয়েছেন, ফুটপাথের অনেক জায়গায় পেভার ব্লক সরে গিয়েছে। সেগুলো ঠিক করা হচ্ছে। শহরকে দ্রুত ঝকঝকে করতে হবে। এদিকে হাতে আর মাত্র ৪৮ ঘণ্টা সময়। তার মধ্যে দুর্গাপুজো, কালীপুজোর প্যান্ডেল না খুললে বাঁশ বাজেয়াপ্ত করা হবে বলে হুঁশিয়ারি কলকাতা পুরসভার। কারণ, উৎসব শেষে প্যান্ডেলের এই বাঁশের খাঁচা তিলোত্তমাকে শ্রীহীন করে তুলছে। এদিকে উত্তর থেকে দক্ষিণে কালীপুজোর মণ্ডপ, ব্যানারের বাঁশ যত্রতত্র। এমনকী দুর্গাপুজোর বিজ্ঞাপনও খোলা হয়নি অনেক জায়গায়। এদিকে সূত্রে খবর, এ বিষয়ে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে এই বাঁশ খোলার ক্ষেত্রে ডেডলাইন স্থির করে দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, '২১ তারিখ পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছি। তার পর অভিযানে নামবে পুরসভা। ২১ তারিখের মধ্যে সমস্ত প্যান্ডেল খুলে দিতে হবে।' তবে প্যান্ডেল খুলতে হবে না জগদ্ধাত্রী

পুজো, ছট পুজোর কর্মকর্তাদের। তাদের ছাড় দিয়েছে পুরসভা।

শুধু তাই নয়, প্যান্ডেলের জন্য রাস্তার একাধিক জায়গায় গর্ত হয়ে রয়েছে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম এ প্রসঙ্গেও জানান, 'এই সব গর্ত মেরামত না করলে পথচারীরে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বাইক আরোহীরাও পড়ে গিয়ে বড়সড় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারে। অনন্তকালের জন্য প্যান্ডেল রাখা যাবে না।'

প্রসঙ্গত, পুজোর আগে কিছু রাস্তায় চটজলদি 'প্যাচওয়ার্ক' করা হয়েছিল। দ্রুত খানাখন্দ বোজাতে সে সময় গর্ত বুজিয়েছিল পুরসভা। এবার নতুন করে শুরু হবে শহরের রাস্তার কাজ। মেয়র এই প্রসঙ্গে জানান, রাস্তার হাল ফেরাতে প্লাস্টিক অ্যাসফল্ট দিয়ে তৈরি হবে রাস্তা। এর পাশাপাশি নতুন করে মিস্ট ক্যানন নামাতে চলেছে পুরসভা। কোভিডের সময় দেখা গিয়েছিল এই মিস্ট ক্যাননের বহুল ব্যবহার। এটির সাহায্যেই বিভিন্ন এলাকা স্যানিটাইজ করা হত। এদিকে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, শীতে বাতাসের গুণগত মান খারাপ হচ্ছে। ধুলো বাড়ছে। মিস্ট ক্যাননের মাধ্যমে স্প্রে করে ধুলো কমাতে হবে। এই মুহূর্তে পুরসভার হাতে দুটো মিস্ট ক্যানন রয়েছে।এদিকে সূত্রে খবর মিলছে, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ডিজিকে মেয়র নির্দেশ দিয়েছেন, মিস্ট ক্যাননগুলো যেন চোখে পড়ে। সারা শহরে মিস্ট ক্যাননের মাধ্যমে স্প্রে করুন। বিশেষ করে শহরের যে সমস্ত জায়গায় 'এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স' খারাপ, সেখানে বেশি করে স্প্রে করতে হবে।

আপাতত শুষ্ক থাকবে দক্ষিণবঙ্গ, তাপমাত্রা কমবে তিলোত্তমায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আপাতত শুষ্ক থাকবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া, এই সময়ে কিছুটা নামতে তাপমাত্রার পারদ। শীতের আমেজও টের পাবেন দক্ষিণবঙ্গবাসী। হালকা শীত মালুম হবে তিলোত্তমাতেও। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতার ক্ষেত্রে আগামী ২৪ ঘণ্টা আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

কলকাতার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি কমবে বলেও জানিয়েছেন আবহবিদরা।

ধীরে ধীরে শীতের আভাস টের পাবেন কলকাতাবাসী। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। আগামী পাঁচ দিন দক্ষিণবঙ্গে পুরোপুরি শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও আগামী পাঁচ দিন কোনও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। তবে ২১ তারিখ নাগাদ দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এর পাহাড়ি অঞ্চলে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

বাবুঘাটে ছটপুজোর ছবি তুলেছেন অদিতি সাহা।

কলকাতা পুলিশের এসটিএফের হাতে গ্রেপ্তার দুই মাওবাদী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুলিশের এসটিএফ-এর হাতে গ্রেপ্তার দুই মাওবাদী। ধৃতদের নাম মন্টু মল্লিক ও প্রতীক ভৌমিক। মুর্শিদাবাদের সুতির আহিরণ থেকে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ তাঁদের গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, মন্টু মল্লিক বেহালা সরশুনার এবং প্রতীক ভৌমিক নদিয়ার ধানতলার বাসিন্দা। সূত্রে খবর, মাওবাদী সংগঠনের নদিয়া-মুর্শিদাবাদ স্পেশাল এরিয়া কমিটির দুই সদস্য এরা। ধৃতদের কাছ থেকে মিলেছে একটি পিস্তল ও বাইক। সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই এসটিএফের কাছে খবর ছিল যে, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় মাওবাদী সংগঠন তার নেটওয়ার্ক আরও ছড়াচ্ছে। এর আগে ডাক্তার নামে পরিচিত একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। সূত্রের খবর, এই ডাক্তারকে জেরা

করেই মন্টু মল্লিক ও প্রতীক ভৌমিকের হদিস পায় কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফ। এসটিএফ সূত্রে এ খবরও মিলেছে, ধৃতদের জেরা করে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু নথি। আর এই সব নথিতে মাওবাদী কার্যকলাপের উল্লেখও আছে। এছাড়াও প্রতীকের কাছ থেকে ৭.৬৫ মিমি পিস্তল, ৬ রাউন্ড কার্তুজ, ৪০ হাজার টাকা নগদ উদ্ধার হয়। একটি মোটর সাইকেলও উদ্ধার করেছে এসটিএফ। এরপর রবিবার ধৃতদের বিচার ভবনে সিটি সেশন কোর্টে তোলা হয়। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দুর্গাপুজোর জমককে চ্যালেঞ্জ বিধাননগরের কিশোর সংঘের জগদ্ধাত্রী পুজোর

শুভাশিস বিশ্বাস

বাঙালির শারদোৎসবের শুরু মা দুর্গার বোধনে, যার সমাপ্তি ঘটে শ্যামা মায়ের আরাধনার মধ্য দিয়ে। তবে উৎসবের শেষ নেই বাঙালির। শ্যামা মায়ের আরাধনা শেষ হতে না হতেই ফের ঢাকে পড়েছে কাঠি। ঘরে ঘরে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছে জগদ্ধাত্রী মায়ের। তবে এই জগদ্ধাত্রী পুজো কলকাতায় যে খুব একটা বেশি হত তা কিন্তু নয়। মূলত এই পুজো হত বাড়িতেই। সর্বজনীন পুজোর সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। একবিংশ শতকের প্রথম দশক থেকে ধীরে ধীরে কলকাতায় বাড়তে থাকে জগদ্ধাত্রী পুজোর সংখ্যা। তবে বিশ শতকের এই হাতে গোনা পুজোর মধ্যে একটি হল সল্টলেক বা বিধাননগরের কিশোর সংঘের জগদ্ধাত্রী পুজো।

যে কিশোর সংঘের পুজো আজ সবার নজর কাড়ছে সেই ক্লাবের জন্ম ১৯৮০-তে সেক্টর ওয়ানের কয়েকজন যুবার হাত ধরে। তখন ক্লাব বলতে বোঝাতো বিবি ব্লকের ২২৪ নম্বর বাড়িটিকেই। ক্লাবের রেজিস্ট্রেশন নম্বরও ছিল না তখন। ফলে অনেক কিছু করার ইচ্ছে থাকলেও তা করে উঠতে পারতেন না ক্লাব সদস্যরা। এমনভাবেই দেখ তে দেখতে কাটে আট-আটটা বছর। অবশেষে ১৯৮৮ সালে ক্লাবের হাতে আসে রেজিস্ট্রেশন নম্বর। এরপর আর আটকানো যায়নি কিশোর সংঘের ওই যুব শক্তিকে। এর মাঝে ১৯৮৬-তে নিজেদের ক্রিকেট টিমও তৈরি করে ফেলেন কিশোর সংঘের কিশোররা। ১৯৮৮-তে এই রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যে তাঁদের মনোবলকে শতগুণ বাড়িয়ে দেয় তার প্রতিফলন ১৯৮৯-এ জগদ্ধাত্রী পুজোর শুরু দিয়েই। দেখতে দেখতে সেদিনকার জগদ্ধাত্রী পুজো ২০২৩-এ পা দিয়ে ফেলল ৩৫ বছরে। সময়ের সঙ্গে বহরে বেড়েছে এই পুজো, তাতে সন্দেহ নেই। কিশোর সংঘের এই পুজো যে ভাবে ধুমধাম করে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়, তাতে পুজো উদ্যোক্তারা নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন কলকাতা বা বিধাননগরের যে কোনও সর্বজনীন দুর্গাপুজোকেও।

বিবি-বিসি পার্কের পশ্চিমদিকের এই পুজোর এবারের থিম চিনে অনুষ্ঠিত এশিয়াডে ভারতের ১০৭ পদকপ্রাপ্তির ঘটনা। কারণ, ক্লাব সদস্যদের ধারনা, ভারত মাতার কাছে এর থেকে আনন্দ আর গৌরবের আর কি বা হতে পারে। সেই কারণেই এই গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তকে জগদ্ধাত্রী পুজোয় থিম হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁরা। ক্লাব সদস্যদের এই চিন্তাকে পুজো থিমে বাস্তবায়িত করছেন শিল্পী সৈকত সরকার এবং জহর

সাহা। প্যান্ডেল নির্মাণেও রয়েছে তারই প্রতিফলন। এবারের এশিয়াডে যাঁরা সফল হয়েছেন তাঁদের কাট-আউট থাকছে এবারের প্যান্ডেলে। চিন এবারের এশিয়াডের উদ্যোক্তা হওয়ায় এবারের পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গেস্ট অফ অনার হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে চাইনিজ কনসুলেটের কনসাল জেনারেল ঝা লিউকে। সঙ্গে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রুপোলি পর্দার নায়িকা পায়েল মুখে াপাধ্যায়কেও। এছাড়া ক্লাবের চিফ প্যাট্রন হিসেবে রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু তো থাকবেনই। এছাড়াও এই পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রত্না ভৌমিককেও।

চৈনিক এক বাতাবরণ মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হলেও মাতৃপ্রতিমা হচ্ছে একেবারে সাবেকি ঢংয়ে। চালচিত্র সহ ১৫ ফুটের মাতৃপ্রতিমার রূপদান করছেন কুমোরটুলির প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী মিন্টু পাল। সঙ্গে মণ্ডপ সজ্জায় রয়েছে সল্টলেকেরই ত্রিনয়নী ডেকরেটর্স। থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডে এফেক্ট তৈরি করবে দেবু ইলেক্ট্রিক। শুধু প্রতিমা বা মণ্ডপই নয়, সঙ্গে এবার নজর কাড়বে পুজো প্রাঙ্গণের বাতাবরণও। এশিয়াডে ১০৭ পদক মূল থিম হওয়ায় এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মণ্ডপের আশপাশের বাতাবরণেও থাকছে একটা চৈনিক ছাপ। যেমন মণ্ডপের আশেপাশে থাকছে নানা ধরনের চিনা খ াবারদাবারের আয়োজন।

এরই পাশাপাশি পুজো উদ্যোক্তারাও এও জানান, সোমবার উদ্বোধন হবে এই পুজোর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও থাকছে চমক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেখা যাবে বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগের অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়কে। অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হবে 'শ্রদ্ধায় স্মরণে মহানায়ক-মহানায়িকা' শীর্ষকে। এই অনুষ্ঠানে মূলত স্বর্ণযুগের কিছু ঘটনা তুলে ধরা হবে মহানায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপচারিতায়। তারই মাঝে পরিবেশিত হবে সেই সময়কার বেশ কিছু গান। এরপর মঙ্গলবার নবমীতে হবে দিনভর জগদ্ধাত্রী মায়ের পুজো। এরই মাঝে পুজো প্রাঙ্গণ থেকেই হবে ভোগ বিতরণ। ভোগ বিতরণেও থাকে এক বৈশিষ্ট্য। বুফে পদ্ধতিতে চলে এই ভোগ বিতরণ পালা। শুধু এলাকার মানুষই নন, দূর থেকে যাঁরা আসবেন তাঁদের প্রত্যেকের জন্যই থাকবে এই ভোগের ব্যবস্থা। তবে একটাই শর্ত, ভোগ খেতে হবে এই মণ্ডপে বসেই। এরপর মঙ্গলবার সন্ধেতেই থাকছে লোকসংগীতের এক অনুষ্ঠান। এরপর ২২ নভেম্বর দশমীর দিন সন্ধেতেও থাকছে এক বিচিত্রানুষ্ঠান। এরপর ২৩ তারিখে শোভাযাত্রা সহকারে গঙ্গাবক্ষে নিরঞ্জন হবে দেবী জগদ্ধাত্রীর। সব মিলিয়ে এটা স্পষ্ট যে, এবারের জগদ্ধাত্রী পুজোকে কেন্দ্র করে ফের জমজমাট হয়ে উঠতে চলেছে বিধাননগরের বিবি-বিসি পার্ক।

এভাবে ধর্মস্থান তৈরি করা যায় না, জগন্নাথ মন্দির নিয়ে তীব্র কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ওটা মন্দির নয়, কালচারাল সেন্টার তৈরি হচ্ছে। দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে এই ভাষাতেই কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এইভাবে মন্দির তৈরি করা যায় কি না, তা নিয়েই রবিবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা মতো দিঘায় তৈরি হচ্ছে জগন্নাথ মন্দির। কাজও প্রায় শেষের পথে। সম্প্রতি মমতা জানিয়েছেন পুরীর আদলে তৈরি ওই মন্দির খুলে যেতে পারে আগামী এপ্রিল মাসেই। এই ঘোষণার পরই মন্দির নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শুভেন্দু।

শুভেন্দুবাবু বলেন, এই সরকার ধংস হবে। যেমন পরিস্থিতি হয়েছে সাংসদ মহুয়া মৈত্রের। ধর্মীয় রীতি

নীতি ও সংস্কৃতি যারাই ধ্বংস করার চেষ্টা করবে তারাই ধ্বংস হবে। তাঁর দাবি, দিঘায় যা তৈরি হচ্ছে সেটি জগন্নাথ ধাম নয়, আসলে জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার। যা রাজ্য সরকারের টাকায় তৈরি হচ্ছে। এভাবে ধর্মীয় স্থান তৈরি করা যায় না বলেই মন্তব্য করেছেন তিনি।

শুভেন্দুবাবু বলেন, আমাদের রাম মন্দির হিন্দুদের টাকায় তৈরি হচ্ছে। ওখানে সরকার টাকা দিচ্ছে না। এই সরকার টাকা দিয়ে ধর্মীয় স্থান তৈরি করতে পারেন না। শনিবারও জগদ্ধাত্রী পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রাজ্য সরকারের মন্দির তৈরি উদ্যোগ নিয়ে কটাক্ষ করেছেন তিনি। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারের খঞ্চির 'খ ঞ্চি স্পোর্টস ও সোশ্যাল সার্ভিস' ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজোর অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দল নেতা। সেখানেও জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি।

সম্পাদকীয়

বন্দুক ও কলম, চাপ বাড়াচ্ছে দু'টি বস্তুই

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলমধারীদের 'মাওবাদী' উল্লেখ করে তাঁদের ছেঁটে ফেলার কথা বলেছেন। বন্দুকওয়ালা নিয়ে যেমন সমস্যা, তেমন সমস্যা কলমওয়ালাকে নিয়েও হতে পারে শাসকের, তা প্রধানমন্ত্রীর আজব বচনেই উপলব্ধ হল। আদতে কলমধারীরা অন্যায় কাজ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিবাদ করে থাকেন। সচেতন ব্যক্তিরা সমাজের নানা সমস্যা ও দুর্নীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার জন্য কলমকে হাতিয়ার করে থাকেন। যদিও এমন কলমধারীর সংখ্যা ক্রমশ পড়তির দিকেই। অযথা বিড়ম্বনা এড়াতে, শান্তিতে দিনযাপন করার তাগিদে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে শাসকের অন্যায় কাজ দেখেও মুখ বুজে সহ্য করে আপন স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন বহু কলমজীবী। কিন্তু সকলে নন। তাই গণতান্ত্রিক দেশেও নাগরিকের কণ্ঠরোধে সচেষ্ট হচ্ছেন দেশের শাসক। শাসকের সকল কাজের সমর্থন করেই যেতে হবে, কিন্তু সমালোচনা নৈব নৈব চ; এমনই আজ প্রত্যাশা। জনপরিসরকে বিরোধীশূন্য করতে, প্রতিবাদী কণ্ঠ দমিয়ে দিতে শাসকের মরিয়া প্রচেষ্টা চলছে। জনগণের বাক্ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে নির্বাচিত শাসক। এক দেশ-এক রেশন কার্ড, এক পুলিশ-এক উর্দি, এক দেশ-এক ভাষা, এমন নানা নিদানের আড়ালে ধীরে ধীরে এর পর হয়তো এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে 'এক ধর্ম' চালু করার কথা সুকৌশলে প্রচারিত হবে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এক দেশে এখনও যে অবিরাম কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধিতা চলে আসছে, এক দেশে বিবিধ বেতন বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ, সেই বৈষম্য দূর করতে শাসক কী করছে? জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনপ্রতিনিধিরাই যে সর্বাধিক সরকারি সুবিধা ভোগ করেন, তা সবাই জানে। তাঁদের বেতন আর শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতনে বিস্তর ফারাক। এ বিষয়ে রাজনীতির কারবারিদের মুখে রা নেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিরোধিতা থাকলেও সুবিধার রাজনীতিতে সবাই একই ভূমিকায়, একই পঙ্‌ক্তিতে অবতীর্ণ। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, রাজনীতির কারবারিরা মাত্র পাঁচ বছর জনপ্রতিনিধি থাকার সুবাদে পেনশনের যে সুবিধা লাভ করেন, সেখানে এক জন সরকারি কর্মচারী ২৭ বছরেরও বেশি বছর চাকরি করতে পারলে তবেই পেনশনের পুরো সুবিধা পান। তা-ও তা বন্ধ করতে নব নব পন্থা উদ্ভাবিত হচ্ছে। মাওবাদী বন্দুকওয়ালারা সরকারকে বার্তা দিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে হত্যালীলা সংগঠিত করে চলেছে, মানুষ সে দৃশ্য দেখে শিহরিত। কিন্তু অন্যায় ঘটলে, প্রশাসন উদাসীন হলে, শাসকের দমন-পীড়নে মানুষ জর্জরিত হলে মানুষ প্রতিবাদ করবেনই। বেকারত্ব বাড়লে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা বিঘ্নিত হলে অসন্তোষের ঢেউ উঠবেই। প্রতিবাদের অন্যতম উপায় অবশ্যই কলম। যে লেখনীতে লেখা হয় বঞ্চনার ইতিহাস, তা তরোয়ালকেও হার মানিয়ে দেয়। শাসকের ভ্রান্তি ধরিয়ে সংশোধন করার পথ বাতলে দেয়।

শাশ্বত কথা

গুরু বিষ্ণু

বাবা,যে কোনও তত্ত্ব ধারণা করিতে গেলে সাধনা চাই। বিনা তপস্যায় চঞ্চলতা দূর হয় না। চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির শাস্ত্রাদি শ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় বৃথায় হয়।...ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র সমস্ত পিতৃ-দেবতাগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মার্চ্চিত শুভ-জলে অবস্থান করেন। যে মানব নিত্য গুরুপাদোদক গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অধিপতি হয়, অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গ তাহার করতলগত হয়। যে ব্যক্তি গুরুপাদোদক মস্তকে ধারণ করে, সে সমস্ত তীর্থজাত ফললাভে সমর্থ হয় এ সম্বন্ধে সংশয় নাই।

— সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব

জন্মদিন

আজকের দিন

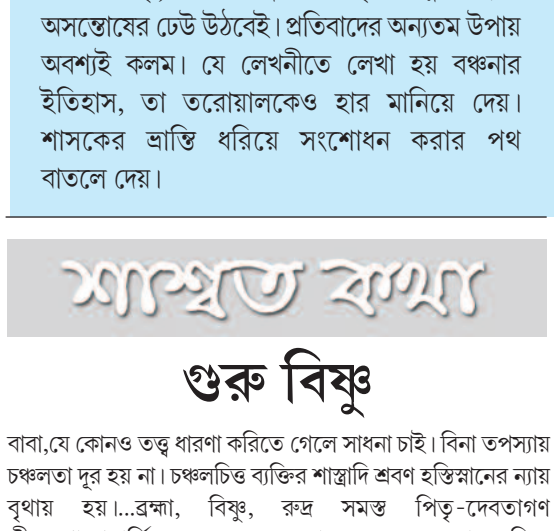

কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সুহাসিনী মুলের জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শিল্পা শিরোদকরর জন্মদিন।*

কারার ঐ লৌহ কপাট ও শিল্পী গিরীণ চক্রবর্তী

ডাঃ শামসুল হক

ঝড় উঠেছে, ঝড়। বিশাল ঝড়। থর থর করে কাঁপছে চর্তুদিক। গানের সমগ্র ভুবন জুড়েই এখন শুরু হয়েছে তুমুল হৈ হট্টগোল। সমালোচকরাও চিৎকার করে বলছেন বিদ্রোহী কবির সেই ঐতিহাসিক সৃষ্টির নিজস্বতাকে কেনই বা ওইভাবে বিকৃত করার চেষ্টা করা হল?

প্রশ্ন অনেক, কিন্তু সঠিক কোন জবাব নেই। অনেক বিলম্বে অবশ্য মিলেছে ভাসা ভাসা কিছু উত্তর। ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত যে সমস্ত মানুষ, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দুঃখপ্রকাশও করেছেন। কিন্তু তাতে বোধহয় সন্তুষ্ট নন আমজনতা।

পিপ্পা ছবির নেপথ্য সঙ্গীত থেকেই শুরু সেই বির্তকের। ছবির একটা বিশেষ দৃশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অতি প্রসিদ্ধ সেই কবিতা তথা গান, কারার ঐ লৌহ কপাট...।

গানটা গাওয়া হয়েছে সমবেত কণ্ঠে। গলা মিলিয়েছেন তীর্থ ভট্টাচার্য, রাহুল দত্ত, শালিনী মুখোপাধ্যায়, পীযুশ দাশ সহ আরও অনেক শিল্পীই। গানের প্রতিটি কথা একেবারে অবিকৃত অবস্থায় থাকলেও বদলে গেছে তার সুর, তাল, লয় এবং ছন্দও। বলাই বাহুল্য, নজরুল গীতির নিজস্ব ধারার বদলে সেখানে আনা হয়েছে রোমান্টিক আবাহ। আর সেটাই মেনে নিতে পারেননি নজরুল প্রেমী সহ সঙ্গীত জগতের প্রথিতযশা মানুষজন এবং সাধারণ জনগণও।

পিপ্পা ছবির প্রযোজক সিদ্ধার্থ রায় কাপুর এবং পরিচালক রাধাকৃষ্ণ মেনন ঘটনার জন্য বিলম্বে দুঃখ প্রকাশ করলেও ঘটনার মূল হোতা সঙ্গীত পরিচালক এ আর রহমান কিন্তু কিছুই বলেননি। সঙ্গীত জগতের স্বনামধন্য এক ব্যক্তি তিনি। অতএব তাঁর কাছে আমাদের নতুন কিছু প্রত্যাশা থাকতেই পারে। কিন্তু এমন নতুনত্বের স্বাদ গ্রহণ করার কোন ইচ্ছে আমাদের আছে কি?

এই প্রসঙ্গে অন্য আর একটা খবরের প্রতিও আমরা দৃষ্টি আকর্ষিত হতে পারে। ১৯৪৯ সালে ওই একই গান নিয়ে নির্মিত হয়েছিল আরও একটা সিনেমা। সেইসময় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন নামের একটা ছবি দর্শকদের সামনে হাজির করেছিলেন অন্য আর এক চিত্রনির্মাতা। সেখানেও একটা বিশেষ দৃশ্যে সেই গানটাই ব্যবহার করা হয়েছিল অতি সযত্নে, নজরুল গীতির সমস্ত রকমের নিয়মকানুন মেনেই। তাই তখন সৃষ্টি হয়নি কোন বিতর্কেরই ।

কারার ঐ লৌহ কপাট, আলোচিত এই গানের গঠনগত কাঠামোটা ঠিকভাবে প্রতিষ্টিত করার কাজে যে মানুষটার অবদানের কথা কখনই ভালো যাবে না, তিনি হলেন শিল্পী গিরীণ চক্রবর্তী। সেটা ১৯৪৯ সালের কথা। সেইসময় তাঁর প্রচেষ্টাতেই কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ভাঙার গান কবিতার প্রথম লাইন কারার ঐ লৌহ কপাট, সেটাকেই গানের রূপ দেন তিনি। আর সেই বছরই তাঁরই সুর এবং কণ্ঠে কলম্বিয়া কোম্পানি সেটা রেকর্ডও করে। তারপর শিল্পী গিরীণ চক্রবর্তী একে একে সুর দেন নজরুলের আরও অনেক গানের। কবির লেখা বিদ্রোহী কবিতাটাকে এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত করার অনন্য নজীর সৃষ্টিও হয়েছিল তাঁর নিরলস প্রচেষ্টারই ফসল হিসেবে। বল বীর বল উন্নত মম শির, কবিতাটাকে আবার গণসঙ্গীত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনিই। ১৯৫০ সালে এইচ. এম. ভি কর্তৃপক্ষ ও কারার ঐ লৌহ কপাট রেকর্ডিং করে শিল্পী গিরীণ চক্রবর্তীরই সুর এবং কণ্ঠে।

শিল্পী গিরীণ চক্রবর্তীর জন্ম ১৯১৮ সালের ৫ ই মে ওপার বাংলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাছাকাছি কালিকচ্ছ গ্রামে। খুব অল্প বয়সেই সঙ্গীত জগতের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তাঁর। ঢাকা বেতার কেন্দ্রেই তিনি শুরু করেন তাঁর পেশাগত জীবন। অল্প দিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভ ও করেন। তারপর চলে আসেন কলকাতায়। যোগ দেন আকাশবাণীতে। শুরু করেন পল্লীগীতি, লোকসঙ্গীত, নজরুল গীতি সহ বাউল গানের চর্চাও। একাধারে হয়ে ওঠেন গায়ক, সুরকার এবং অতি অবশ্যই সঙ্গীত গবেষকও। আস্তে আস্তে আরোহণ করেন খ্যাতির শীর্ষাদেশেও। তাঁরই তৎপরতায় কলকাতা বেতার কেন্দ্রে সর্বপ্রথম চালু হয় পল্লীগীতির আসর। পরে সেটাই চালু হয় লোকগীতি নামে। তারপর সেখান থেকে নজরুল গীতি, ভজন, গজল সহ সঙ্গীতের সবকটা শাখাতেই শুরু হয় তাঁর অবাধ বিচরণ। স্বনাম এবং ছদ্মনাম উভয় নামের উপর ভর করেই তিনি পরিবেশন করতে শুরু করেন তাঁর কণ্ঠ। ব্যবহৃত নামগুলো হল সুজন মাঝি, রতন মাঝি ইত্যাদি। ইসলামী গানের জন্য আবার নিতেন সোনা মিঞা নাম। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামেরও ভীষণ ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। নজরুলের থেকে তিনি প্রায় কুড়ি বছরের ছোট ছিলেন। কিন্তু বয়সের এতখানি ফারাক থাকা সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে ছিল নিবিড় বন্ধুত্বের ই বন্ধন। এইচ . এম. ভি কোম্পানিতে সঙ্গীতের প্রশিক্ষক হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। ১৯৪১ সালে কবিশেখর কালিদাস রায়ের নন্দপুর চন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার কবিতার ও সুর দেন তিনিই। তাঁর ই শিক্ষায় সঙ্গীত জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো বিরাজ করেছেন অনেক প্রতিভাবান সঙ্গীত শিল্পীও। চিন্ময় লাহিড়ী, আঙুরবালা দেবী, ইন্দুমতী দেবী, রাধারাণী দেবীরা হলেন তাঁরই সুযোগ্য ছাত্রছাত্রী। আবার তাঁর কাছে শচীন দেব বর্মন, তালাত মাহমুদ, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়দের মতো শিল্পীদের ঋণ ও কম নয়।

সঙ্গীত জগতের এই মহামানব কিন্তু খুব বেশি আয়ু নিয়ে আর্বিভূত হননি এই পৃথিবীতে। ১৯৬৫ সালের ২২ শে অক্টোবর কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ছেচল্লিশ বছর। তাই তাঁর কথা মনে পড়লে চরম বিষাদেই ভরে ওঠে সমগ্র মনপ্রণ। আবার এই মুহূর্তে যখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তাঁরই সৃষ্ট সঙ্গীত সেতুর উপর চলছে নিষ্ফল আস্ফালন, তখন আচম্বিতে বেড়ে যায় মনের কষ্টটাও। আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে, এই মুহূর্তে ক্ষয়ের কালিতেই ম্লান হতে চলেছে তাঁর সেই নির্মল সৃষ্টিকর্ম। তাই এখনই আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। অতি অবশ্যই প্রয়োজন ক্ষয়ের সেই ক্ষতিটাকেও তলিয়ে দেখা। নইলে কারার ঐ লৌহ কপাটের মতোই হারিয়ে যেতে পারে সঙ্গীত জগতের আরও অনেক মূল্যবান সম্পদই ।

টাকবাক্স

সাধক বামাক্ষ্যাপার হাতের স্পর্শ পেয়ে জগদ্ধাত্রী মাকে পেয়েছিলেন গাজীপুরের ১৫ বছরের বালক

সম্পাদক সমীপেষু,

হাওড়া জেলার আমতা ২নং ব্লকের অধিন গাজীপুর গ্রাম। আমতা থানার অন্তর্গত গাজীপুর গ্রামের আজ থেকে দেড়-দুশো বছর পূর্বের অবস্থান ছিল দামোদর নদের পশ্চিম চরে। বন্যা-কবলিত এলাকা বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিল গাজীপুর ও তৎসংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। বছরে বহুবার করে বন্যার কবলে পড়ত ওই সমস্ত এলাকাগুলি। তারই মধ্যে পশ্চিম গাজীপুরে তুলনায় উঁচু এক ঢিবির ছোট কুটিরে বাস করত ভট্টাচার্য পরিবার। সে সময় ভট্টাচার্য পরিবারের এলাকায় নাম-যশ ছিল যথেষ্টই, তবে তাদের আর্থিক অবস্থা আদৌ ভালো ছিল না। সে আজ থেকে ১৫০ বছর আগের কথা। ভট্টাচার্য বাড়ির বছর পনেরোর বালক পঞ্চানন ভট্টাচার্য খেলার ছলে মা কালীর মূর্তি তৈরি করে পুজো করত। এক সময় তার মনে সাধ জাগে, তারাপীঠের সাধক বামাক্ষ্যাপার সঙ্গে দেখা করার। দিন কয়েক পরে ভাই শরৎ ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলেন তারাপীঠের উদ্দেশ্যে। সেখানে উপস্থিত হয়ে বামাক্ষ্যাপার সঙ্গে দেখা করলেন বালক পঞ্চানন। বামাক্ষেপা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কার পুজো করিস? বালক উত্তর দিল-আমি মা কালীর পুজো করি। সাধক তাকে বললেন, তুই কালী মায়ের পুজো কেন করিস? পুজো যদি করতে হয়, তাহলে আমি তোর মাথায় আমার হাত রাখছি। তুই চোখ বন্ধ করে থাক, তোর মনের আয়নায় যার মূর্তি ভেসে উঠবে, তুই কেবল তারই পুজো করবি তোর বাড়িতে। কয়েক মুহূর্ত পর, সাধক বামাক্ষ্যাপা নিজের হাত বালকের মাথার উপর থেকে সরিয়ে নিলে, বালকের সারা শরীরে যেন এক শিহরণ লেগে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে বালক বামাক্ষ্যাপাকে বলে যে, সে নাকি একচালা মেড়ে (কাঠামোয়) শিব, নারদ সঙ্গে বাঘ, হাতি সহ ডাকের সাজে জগদ্ধাত্রী মাকে দেখতে পেয়েছে। তখন সাধক বালক পঞ্চাননকে বলেন, তুই বাড়ি ফিরে যা, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বন্যার জলের সঙ্গে ভেসে যাবে একটা কাঠের মেড় বা কাঠামো তোর বাড়ির সামনে দিয়ে। তুই সেটাকে জল থেকে তুলে নিবি। তারপর কাঠামো (মেড়)-র উপর মা জগদ্ধাত্রীর মূর্তি তৈরি করে পুজো করবি। এভাবেই ১৫০ বছর আগে কার্ত্তিক মাসে বালক পঞ্চানন ভট্টাচার্য শুরু করেছিলেন তার বাড়ির জগদ্ধাত্রী মায়ের পুজো। মায়ের পুজো করার পর থেকেই ক্রমশ ভট্টাচার্য পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। ওই সময়ের মধ্যে বেশ কয়েক লাখ টাকার মালিক হয়েছিলেন পঞ্চানন ভট্টাচার্য। এই পরিবারের বর্তমান সদস্য কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য জানালেন, তার দাদু পঞ্চানন ভট্টাচার্যের আমল থেকেই আজ পর্যন্ত একই রীতি বা নিয়ম মেনে এই পুজো চলে আসছে। আগে পুজোর দিনে বালক ভোজন হত। অসংখ্য মানুষ আসত মায়ের প্রসাদ খেতে। এখন অবশ্য বালক ভোজন আর হয়না। পরিবারের আর এক সদস্য বরুন ভট্টাচার্য জানালেন, এখানে মায়ের স্থায়ী মন্দির রয়েছে। প্রতিমা তৈরি এবং পুজো মন্দিরের ভিতরেই হয়। ১৫০ বছর আগে বন্যার জলের সঙ্গে ভেসে আসা সেই মেড় বা কাঠামো আজও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এবং তার উপরেই প্রতিমা তৈরি করা হয় আজও। তিনি আরও বলেন, ভট্টাচার্য বাড়িতে নবমী দণ্ডে পুজো হয়। এখনে নবমী ও দশমী দু-দিন পুজো হয়। মা এখানে খুবই জাগ্রত। আজও মা আমাদের সবদিক দিয়েই রক্ষা করে চলেছেন। মায়ের কাছে কেউ মানত করলে, মা তার মনস্কামনা পূর্ণ করেন। ভট্টাচার্য বাড়ির এই পুজোয় ঢাঁক-ঢোল বাজানো হয়না। শুধু শাঁখ ও ঘণ্টা বাজিয়েই পুজো হয়। দু-দিনের এই পুজো শেষে পাশের প্রতিষ্ঠা করা পুকুরে মায়ের বিসর্জন হয়।

অসীম কুমার মিত্র
রসপুর
আমতা
হাওড়া

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

জগদ্ধাত্রী মায়ের উপাসনায় চন্দননগর...

১. বোড় পঞ্চানন তলার পুজো মণ্ডপ ও প্রতিমা। ২. আলোর শহরের আলোকসজ্জা। ৩. স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হেলাপুকুরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। ছবি: সুস্মিতা মণ্ডল

আরামবাগে পাকা ব্রিজে ধস নেমে ফাটল, আতঙ্কিত গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হঠাৎ করেই ব্রিজের মাঝ বরাবর ফাটল দেখা দেয় এবং ব্রিজে নিচের থেকে ভাঙতে শুরু করে। তা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামের মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে, আরামবাগ ব্লকের মাধবপুর ও আরান্ডি ১ নম্বর অঞ্চল সংলগ্ন এলাকায়। মায়াপুর থেকে রামনগরগামী রাজ্য সড়কের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কানা দ্বারকেশ্বর। এই নদীর উপরেই বাম আমলে তৈরি হয় একটি পাকা ব্রিজ। এই ব্রিজের উপর কয়েকশো কৃষক এবং প্রায় ২৪-২৫টি গ্রামের মানুষ নির্ভরশীল। ব্রিজের ফাটল দেখা দেওয়ায় চাষিদের বোরো ধান খামারে তুলতে সমস্যা হবে। এদিন ব্রিজের ফাটল দেখা দেওয়ায় ক্ষোভ ফুঁসছে এলাকার মানুষ। দ্রুত সংস্কারের দাবি তুলেছে তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরামবাগ থানার পুলিশ। ব্রিজের দুই পাশে বাঁশের ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়। এই সেতুর ওপর দিয়ে ছোট ট্রাক্টর, টোটো, ইঞ্জিন ভ্যান ও বাইক চলাচল করে। অনির্দিষ্টকালের জন্য যান চলাচল ও যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাধবপুর ও আরান্ডি -১ পঞ্চায়েতের যোগাযোগকারী সেতুটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। সেতুর নীচের থামের ইট খুলে খুলে পড়ছে। তার ওপর দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা চলাচল করছিলেন। মোটর বাইক, ইঞ্জিন ভ্যানও চলছিল। কৃষকেরা গোরুর গাড়ি করে ধান নিয়ে ওই ব্রিজের উপর দিয়ে যাতায়াত করত। স্থানীয় বাসিন্দাদের তরফে সেতুটির সংস্কারের জন্য প্রশাসনকে বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। সেতুতে ধস নেমে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিন চারটে গ্রামের বাসিন্দারা চরম সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা আমির হোসেন খান বলেন, মোটরবাইক নিয়ে তিন চার কিলোমিটার ঘুরে আমাদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। প্রশাসনকে সেতুটি সংস্কারের জন্য বহুবার বলা হয়েছে। সংস্কার হলে এই সমস্যায় পড়তে হতো না। অপর বাসিন্দা অরূপ মাল বলেন, কানা দ্বারকেশ্বরের খালে অল্প জল আছে। সেই জল পেরিয়ে এলাকার বাসিন্দারা চলাচল করছে। জমির ফসল কাটার সময় হয়ে গিয়েছে। মাঠের কাটা ধান কোন পথ দিয়ে নিয়ে যাব তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছি। মাধবপুর পঞ্চায়েতের প্রধান শেখ খাদেমুল ওয়াহাব বলেন, সেতু ধসে যাওয়ার খবর পেয়েই বিডিওকে জানানো হয়। সেতুর ওপর যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সেতুটির সংস্কারের বিষয়ে জানিয়েছি। আরামবাগ ব্লকের বিডিও সুব্রত মল্লিক বলেন, সেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মহকুমা শাসককে বিষয়টি জানানো হয়েছে। সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশ এলেই পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ সভাপতি হেমন্ত বাগ বলেন, ব্লকের দুই তিনটি পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা এই সেতুটির ওপর নির্ভরশীল। চাষিরা জমির কাটা ফসল এই সেতুর ওপর দিয়ে নিয়ে যান। বাম ও তৃণমূল আমলে সেতুর সংস্কারে নজর দেওয়া হয়নি। এলাকার মানুষদের এখন চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হচ্ছে। সবমিলিয়ে এখন দেখার এলাকার মানুষের স্বার্থে কত তাড়াতাড়ি ব্রিজটি সংস্কার হয়।

বামনগোলায় গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনায় বিজেপি সাংসদকে ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেহাল রাস্তার কারণে বামনগোলায় মৃত্যু হয় গৃহবধূর। খাটিয়া করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ছবি ভাইরাল হওয়ার পর রবিবার দুপুরে বামনগোলা ব্লকের মালডাঙা গ্রামে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ পৌঁছতেই বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, বামনগোলা ব্লকটি হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। বিধায়ক রয়েছেন বিজেপির জুয়েল মুর্মু। পাশাপাশি এই এলাকাটি উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ। সাংসদ বিজেপির রয়েছেন খগেন মুর্মু। এমনকী, গোবিন্দপুর মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতটিও রয়েছে বিজেপির। তারপরেও এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নেই। আর এই কারণেই বিজেপি সাংসদকে কাছে পেয়েই নিজেদের ক্ষোভ উগড়ে দিলেন অসন্তুষ্ট গ্রামবাসীরা। যদিও গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়ে সাংসদ খগেন মুর্মু অস্বস্তিতে পড়ে যান। গ্রামবাসীরা সাংসদের ওপর বীতশ্রদ্ধ তা বুঝতে পারেন খগেন মুর্মু। এরপরই তার সাংসদ কোটার তহবিল থেকে ১৩ লক্ষ টাকা রাস্তা সংস্কারের জন্য দেওয়া হবে বলে গ্রামবাসীদের আশ্বাস দেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু।

উল্লেখ্য, মালদার বামনগোলা ব্লকের মালডাঙা গ্রামে মামনি রায় (২৪) গত কয়েকদিন আগে জ্বর হয়। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে চিকিৎসা করার জন্য অ্যাম্বুল্যান্স টোটো চালককে ফোন করেন। বেহাল রাস্তার কারণে গ্রামে কোনও গাড়ি প্রবেশ না করাই অবশেষে পরিবারের লোকেরা বাঁশ, দড়ি ও খাটিয়া দিয়ে মাচান তৈরি করে হাঁটা পথে ওই গৃহবধূকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু রাস্তাতেই মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর।

মৃত গৃহবধূ স্বামী কার্তিক রায় বলেন, রাস্তা খারাপ তাই অ্যাম্বুল্যান্স অথবা অন্য কোনও চার চাকার গাড়ি পাওয়া যায়নি। এমন অবস্থায় ওই গৃহবধূর পরিবারের লোকেরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে খাটিয়া বাঁশে বেঁধে খারাপ রাস্তা দিয়ে দীর্ঘ পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে মুদিপুকুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকের মৃত ঘোষণা করে। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলার পর বিডিও রাজু কুণ্ডুর মুচলেকা দিয়ে রাস্তা তৈরি প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ উঠে যায়।

এদিকে রবিবার দুপুরে সাংসদ খগেন মুর্মু সেখানে গেলে রাস্তা তৈরী নিয়ে ক্ষোভের কথা জানান গ্রামবাসীরা। অবশেষে রাস্তা তৈরির জন্য ১৩ লক্ষ টাকা দেন। বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, আমি উত্তর মালদার সাংসদ। ৮৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েত আমার অন্তর্গত এই রাস্তা করার জন্য যে পরিমাণ অর্থ দরকার তা সম্পূর্ণটা সাংসদ তহবিল থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু একাজ করা উচিত ছিল রাজ্য সরকার জেলা পরিষদের। এই ঘটনায় পাল্টা বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব।

বিলুপ্তির আশঙ্কায় আমতার পানিফল

মনোজ চক্রবর্তী

আমতা: পানিফল চাষ আজ বিশ বাঁও জলে! কারখানার বিষাক্ত জল খাদের পরিবেশ দূষিত করে তোলায় সেই চাষ আজ বন্ধ। অনেকে পানিফল চাষ করে লাভের মুখ কম দেখায় চাষ করাই ছেড়ে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। যদিও পানিফল চাষ কমে যাওয়ার বিষয়ে সমাজসেবী গৌতম জেলে শুধুমাত্র কারখানার জলকেই দায়ী করেননি, তিনি জানান, পানিফল চাষের ক্ষেত্রে প্রথমটায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। একবার গাছ ধরে গেলে তার সুফল পরে মেলে কিন্তু কোভিডের সময় এই চাষ বন্ধই ছিল, ফলে গাছগুলো মরে যায়। কেভিড পরবর্তী সময়ে চাষিদের একাংশের হাতে টাকা একদম না থাকায় তাঁরা আর নতুন করে চাষে আগ্রহ দেখাননি। তবে বিষয়টি যাইহোক সহজ সস্তা মুখরোচক ফল হিসেবে পানিফলের কদর থাকলেও হাওড়ার পানিফল চাষ অনেকটাই সংকটে বলে জানা গিয়েছে চাষিদের কাছ থেকেই।

হেমন্ত ও শীতকালে রীতিমতো জনপ্রিয় একটি ফল। ত্রিভুজ আকৃতির ছোট্ট এই ফল কার্বোহাইড্রেডে ঠাসা। মসৃণ গায়ে তিনটে কাটা রয়েছে আত্মরক্ষার জন্য। বাঙালির জীবনে শীতের সময় সহজলভ্য ফল হিসেবে পানিফলের জুড়ি মেলা ভার। আর দামও যথেষ্টই কম। এখন পানিফল বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকা কেজি দরে। হাওড়ার পানিফল উৎপাদনের একমাত্র জায়গা হল আমতা এলাকার ভান্ডারগাছা গ্রাম পঞ্চায়েত ও খড়দহ। তবে বিক্ষিপ্ত হবে কয়েকটি জায়গায় পানিফল চাষ হয় এই জেলায়।

তথ্য অনুযায়ী, হাওড়া সবজি বাজারে যে পানিফল যায় তার কুড়ি শতাংশ সরবরাহ হয় এই এলাকা থেকে। কিন্তু সেই ফল আজ বিপন্ন। এক ধাক্কায় পানিফলের চাষ কমে গিয়েছে অনেকটাই। কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গিয়েছে, আমতা বাগনান রোড এবং আমতা উলুবেড়িয়া রোডে বেশ কয়েকটি পয়েন্টে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন কারখানা। যার জল খালের মাধ্যমে গিয়ে পানিফলের জন্য উপযুক্ত খাদ নষ্ট করে দিয়েছে। বলাই বাহুল্য আমতা উলুবেড়িয়া রুটের দু'ধারে খাদে স্থানীয় চাষিরা ভাগাভাগি করে চাষ করতেন এই পানিফল। কিন্তু খাদের জল বিষাক্ত হয়ে যাওয়ায় সেই চাষ উঠে গিয়েছে। বাধ্য হয়ে নিজেদের জমিতে জল সেচে তৈরি করেছে পানিফলের খেত।

জানা গিয়েছে, এক হাঁটু কাঁদা জলে -যেখানে শামুক গুগলি জন্মাতে পারবে না এবং ঝাঁঝি জন্মাতে পারবে না সেখানে ভালো চাষ হয় পানিফলের। আর এমনই বেশ কিছু খেত তৈরি রয়েছে ভান্ডারগাছা এলাকায়। বাজার থেকে ৫০ থেকে ৭০ টাকা পিস দরে গাছ কিনে এনে ওই খেতে ধানের মতো করে চাষিরা বপন করে। ৫ থেকে ৬ ফুট ছাড়া ছাড়া বপন করা হয় পানিফলের গাছ। কচুরিপানার মতো দেখতে ছোট ছোট গাছ জন্মায় পুরো খেত জুড়ে। গোড়ায় জন্মায় ফল। জলে নেমে সেই ফল তুলে বাজারে বিক্রি করেন চাষিরা। দিঘা প্রতি পঞ্চাশ থেকে সাতটি চারা লাগে বলে জানা গিয়েছে। তবে গাছের বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত দেখভাল করা এবং সার দিতে হয়। তারপর মেলে পানিফল। খেতে পাশাপাশি খাদে পানিফল চাষ করায় বেশ কিছুটা অতিরিক্ত আয় করতেন চাষিরা।

দুর্গা পুজোর বদলে জগদ্ধাত্রী পুজোয় শারদ উৎসব পালন বন্যাপ্রবণ খানাকুলে

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

রাজ্যে চন্দননগরের পর বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজো দেখা যায় হুগলির খানাকুলেরর রাজহাটিতে। বন্যাপ্রবণ রাজহাটি শারদোৎসব পালন করে জগদ্ধাত্রী পুজোয়। কেননা প্রায় প্রত্যেক বছরই খানাকুলের ২৪ টা পঞ্চায়েত এলাকা বন্যার জলে প্লাবিত হয়। এই বছরও ভয়াবহ বন্যার শিকার খানাকুল। তাই খানাকুলের মানুষ দুর্গা পুজো বদলে জগদ্বাত্রীপুজোকে শারদ উৎসব হিসাবে বরণ করে নেয়। হুগলি জেলার চন্দননগর, রিষড়া, ব্যান্ডেল, ভদ্রেশ্বরেটে মতো অত চাকচিক্য ও আলোর কায়দা না থাকলেও হুগলির খানাকুলের রাজহাটির মানুষের কাছে জগদ্ধাত্রী পুজোই বছরের প্রধান উৎসব। তবে মণ্ডপ সজ্জা ও আলোর রোশনাইয়ে খুব একটা চন্দননগরের থেকে পিছিয়ে নেই খানাকুলের রাজহাটির জগদ্বাত্রী পুজো।

এলাকা জুড়ে দুই কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অসংখ্যা পুজো নজর কাড়ে। বন্যাকবলি খানাকুলে পুজোকে ঘিরে এই অঞ্চলের মানুষের উন্মাদনায় ভাটা পড়েনি। আর্থিক অনটনের মধ্যেও বড় বিগ বাজেটের পুজো হচ্ছে খানাকুলের রাজহাটিতে। মণ্ডপ, আলোয় বহু ক্ষেত্রেই এ বার চোখে পড়েছে চন্দননগরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজহাটির প্রায় ৩১০ বছরের প্রাচীন পাড়িয়াল বাড়ির পুজো এবং প্রায় ৫৯ বছরে পা দেওয়া 'আমরা সবাই' ক্লাবের পুজো বাদ দিলে গত ১৫ থেকে কুড়ি বছরে সৃষ্টি হয়েছে রয়াল বুলেট, দিশারি, নান্দনিক, অঙ্কুর, কল্পতরু, সৃষ্টি, উদয়ন, অভিনন্দন, নতুন দিগন্ত, রেঁনেসা সহ নানা ক্লাবের বিগ বাজেটের জগদ্বাত্রী পুজো। রাজহাটির এই সমস্ত ক্লাবগুলি জগদ্বাত্রীপুজোর মণ্ডপ সজ্জায় সামাজিক দায়িত্ব পালনের উপরে জোর দেয়। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না বলে জানা যায়। কোনও মণ্ডপে পরিবেশ দূষণ, কোথাও স্বাস্থ্য, কন্যাশ্রী, বৃক্ষরোপণ ও প্রকৃতি সৌন্দর্য, আদিবাসী পল্লি, গ্রিসের এথেনা নগরী ও এথেনা দেবী, রাজস্থান মডেল, জঙ্গল বুক, জমিদার বাড়ির নাট মন্দির সহ নানা থিম দেখা যাচ্ছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE INVITING e-TENDER

1. e-Tender Reference No-WBBDR/P-1/104/1212/EO/2023-24 Dated-17/11/2023.
Tender ID: **2023_ZPHD_605614_1 to 11** has been floated Construction of Drain and PCC road at difference place under Purbasthali-I P.S. fund XV FC (2023-24)
2. e-Tender Reference No-WBBDR/ P-1/105/1213/EO/2023-24, Dated-17/11/2023
Tender ID: **2023_ZPHD_605674_1** Supply and Delivery water ATM under the juridiction of Purbastali-i Dev. Block
Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purbasthali-1 Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

আঞ্চলিক অফিস- দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামরা বাজার, জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২০৬, ফোন: ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬, ই-মেইল আইডি : cmdurgro@centralbank.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১) সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (সারফেইসি এক্ট ২০০২) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতাগণ কে আহব্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ নোটিশের তারিখের ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ ও জামিনদারগণ এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে উক্ত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এক্ট এর সেকশন ১৩(৪) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(১) এর অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে ঋণগ্রহীতাদের নামের সাপেক্ষে নিম্নে বর্ণিত তারিখে সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) কে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য নিম্নে বর্ণিত অর্থ ও তার উপর সুদ **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারগণ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের (সিকিউরিটি প্রপার্টিজ) দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম এবং শাখা	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	সম্পত্তির বিবরণ
১.	**১. মেসার্স জে. কে. অটো লুব্রিকেন্টস স্বত্বাধিকারী- তপন কুমার নাথ (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- শ্রী মনরঞ্জন নাথ ১৫৭, জি.টি. রোড, লক্ষ্মীপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ১০১। **২. শ্রীমতী উমা নাথ (জামিনদার, ৩৮,৩২,৬২৬ টাকার ডিমান্ড নোটিশ এবং তদুপরি সুদের জন্য),** স্বামী-তপন কুমার নাথ সেন্ট জেভিয়ার্স রোড, কানাইনাটসাল, ফ্রেন্ডস পার্ক, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ১০৩। **৩. শ্রী রিথম নাথ (জামিনদার, ৩,৫৭,৫৩১.৭৭ টাকার ডিমান্ড নোটিশ এবং তদুপরি সুদের জন্য),** পিতা- শ্রী তপন কুমার নাথ সেন্ট জেভিয়ার্স রোড, কানাইনাটসাল, ফ্রেন্ডস পার্ক, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ১০৩। **হাটুদেওয়ান শাখা**	**ক) ১৮.০৮.২০২৩** **খ) ১৪.১১.২০২৩** **গ) ৪৮,৯৮,৩১০.০০ টাকা** (আটচল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার তিনশো দশ টাকা মাত্র) তদুপরি সুদ এবং পুনরুদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য খরচ সহ।	**শ্রী তপন কুমার নাথের নামে সম্পত্তিটি,** পিতা- শ্রী মনোরঞ্জন নাথ, ১৫৭, জি.টি. রোড, লক্ষ্মীপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ১০১। জমি ও বিল্ডিং (আবাসিক বাড়ি) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বিক্রয় দলিল নং ১০২৫/১৯৮৯, মৌজা - বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, আরএস প্লট নং ১৪০৭/২৮০৫, এলআর প্লট নং ৩৬৮৪ সাব-প্লট নং ১৪০৭/২৮০৫/৮/এ, আরএস খতিয়ান নং ৬৬৬, এলআর খ. নং ১৮০৪/১২, শ্রেণী - বাস্তু, এলাকা - ১৭৯৫.৫০ বর্গফুট, জেলা- পূর্ব বর্ধমান। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- অন্যদের খোলা জমি, দক্ষিণ ১০' ফুট রাস্তা, পূর্ব- বরুণ নাথের ১ বিদ্যমান দোতলা আবাসিক ভবন, পশ্চিম- ডাঃ কুমুদ রঞ্জন সরকারের বিদ্যমান দোতলা আবাসিক ভবন দ্বারা।

তারিখ: ২০.১১.২০২৩ / স্থান: দুর্গাপুর — অনুমোদিত অফিসার / সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সর্বত্র লুট চলছে, নবদ্বীপে অভিযোগ দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পুরসভা থেকে জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সর্বত্র চলছে লুট। রবিবার সকালে নবদ্বীপে এসে এমনই অভিযোগ করলেন, বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রবিবার সকালে নবদ্বীপের স্থানীয় বিজেপির নেতৃত্বদের নিয়ে মনিপুর ঘাট সংলগ্ন কার্গিল কলোনি এলাকায় পরিদর্শনে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে এমনই অভিযোগ তুললেন বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সহ সভাপতি। প্রসঙ্গত, নবদ্বীপের মনিপুর ঘাট সংলগ্ন কার্গিল কলোনি এলাকায় সম্প্রতি শুরু হয়েছে অত্যাধুনিক মেশিন দিয়ে গঙ্গা থেকে জল সমেত বালি মাটি তোলার কাজ। সম্প্রতি একটি বেসরকারি বৈদ্যুতনিক চ্যানেলে খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন থেকে শুরু করে বিরোধী দল বিজেপি নেতৃত্ব। রবিবার সকালে সংবাদ মাধ্যমকে সামনে পেয়ে বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি দিলীপ ঘোষ অভিযোগ করে বলেন, রাজ্যজুড়ে সর্বত্র লুট চলছে। ডোবা, পুকুর ভরাট থেকে শুরু করে গঙ্গা থেকে মাটি কেটে পাচার হয়ে যাচ্ছে। পুরসভা থেকে জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সরকারি জমি লুট করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় গঙ্গার সমস্ত ঘাটগুলিকে সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। এতে রাজ্য সরকারের একটা পয়সাও নেই বলে জানান তিনি।

পাশাপাশি দিনরাত গঙ্গা থেকে বালি মাটি কেটে পাচার হয়ে যাচ্ছে। কেউ জানে না এই মাটি কোথায় যাচ্ছে। দিলীপবাবুর আশঙ্কা এভাবে চলতে থাকলে নদীর পাড়গুলি ভেঙে পড়বে। ক্রমশ স্নানের ঘাটের ক্ষতি হবে। যদিও এ প্রসঙ্গে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে নবদ্বীপ পুরসভার পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা জানান, দিলীপবাবু নবদ্বীপে এসেছেন রাজনীতি করতে। উনি জানেন না কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ পোর্ট ট্রাস্টের থেকে অনুমতি নিয়েই গঙ্গা থেকে বালি মাটি কাটা হচ্ছে। তিনি বলেন, উনি যদি বুদ্ধিমান হতেন তার সরকারের অধীনস্থ পোর্ট ট্রাস্টে খোঁজ নিতেন। আদতে তিনি নবদ্বীপে এসেছেন স্থানীয় নেতৃত্বদের নিয়ে এলাকায় রাজনীতি করতে। তিনি বলেন, প্রকাশ্য দিনের আলোয় বিনা অনুমতিতে এভাবে গঙ্গা থেকে বালি মাটি কাটা যায় না। রীতিমতো রেভিনিউ কেটেই এই কাজ হচ্ছে। পুরোপুরি প্রক্রিয়া মেনেই কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে অতিরিক্ত জেলা শাসক (এলআর) হয়ে স্থানীয় ভূমি রাজস্ব দপ্তর। এভাবেই অনুমতি নিয়ে চলছে কাজ বলে জানান পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা। পাশাপাশি তিনি এও জানান, ওই ঠিকাদার সংস্থার থেকে অপেক্ষাকৃত অনেক কম পয়সায় পেয়ে বালি মাটি উন্নয়নের কাজে লাগান হচ্ছে। সেটা দিলীপবাবুর গাত্রদাহ হচ্ছে।

জিন পরিচয়ে মোহরের প্রলোভন ও ধর্মীয় ভয়ে প্রতারণার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গভীর রাতে অজানা নম্বর থেকে ফোন করে নিজেকে জিন পরিচয় দিয়ে আল্লাহর নির্দেশে প্রথমে সাত ঘড়া মোহর, মণিমানিক্য পৌঁছে দেওয়ার প্রলোভন ও পরে ধর্মীয় ভয় দেখিয়ে ধাপে ধাপে ২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগ। সর্বস্বান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতারণার অভিযোগ নিয়ে এক ব্যক্তি হাজির হলেন সাইবার ক্রাইম থানায়। ঘটনা বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের শ্যামনগর গ্রামের।

ওন্দা ব্লকের শ্যামনগর গ্রামের পেশায় রাজমিস্ত্রি আমিনুদ্দিন মণ্ডল সামান্য রোজগারে কোনওক্রমে সংসার চালান। এমনিতে ধর্মপ্রাণ আমিনুদ্দিন মণ্ডলের দাবি, অক্টোবরের শেষ দিকে গভীর রাতে একটি অজানা নম্বর থেকে ফোন আসে তাঁর কাছে। এত গভীর রাতে ফোন দেখে অবাক হন আমিনুদ্দিন। হতবাক হওয়ার তখনও বাকি। ফোন ধরতেই অপর প্রান্তের ব্যক্তি নিজেকে জিন হিসাবে পরিচয় দিয়ে জানায় আল্লাহর নির্দেশে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি বিশেষ জায়গায় মণিমানিক্য, হিরে, জহরত ও সোনা দানা ভর্তি সাত ঘড়া ধন রাখা আছে। আল্লাহর নির্দেশে বাদশার নেতৃত্বে তিন হাজার তিনশো পয়ষট্টি জন জিন আল্লাহর সেই ধন সম্পদ পাহারা দিচ্ছে।

সম্প্রতি এলাকাটি অপবিত্র করে দিচ্ছে একদল লোক। তাই আল্লাহর নির্দেশ দ্রুত সেই সম্পদ সরিয়ে তা তুলে দিতে হবে কোনও ধর্মপ্রাণ মানুষের হাতে। সেক্ষেত্রে ধর্মপ্রাণ মানুষ হিসাবে আল্লাহ আমিনুদ্দিনকেই নির্বাচন করেছেন। ফোনে এমন প্রস্তাব শুনে হকচকিয়ে যান আমিনুদ্দিন। এরপর থেকে প্রায়ই মাঝরাতে ফোন আসতে শুরু করে আমিনুদ্দিনের কাছে। শেষ পর্যন্ত আমিনুদ্দিন বিশ্বাসও করে ফেলে। এরপর জিন নির্দিষ্ট একটি দিনে সেই ধন সম্পদ আমিনুদ্দিনের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কথা জানায়। শেষ মুহূর্তে জিন জানায় আমিনুদ্দিনের বাড়িতে বাস্তু দোষ থাকায় সেই সম্পদ পৌঁছনো যাচ্ছে না। বাস্তু দোষ কাটাতে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার পালনের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি ধাপে ধাপে আমিনুদ্দিনের কাছে অনলাইনে টাকা চাইতে থাকে জিন। দেখানো হয় ধর্মের ভয়ও।

আমিনুদ্দিনের দাবি প্রথমে জিনের প্রলোভনে পা দিয়ে এবং পরে ভয়ে ধার দেনা করে ধাপে ধাপে কখনও অনলাইনে আবার কখনও বিভিন্ন ওয়ালেটের মাধ্যমে জিনের কাছে মোট ২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫০০ টাকা পাঠান তিনি। এরপর তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন বুঝতে পেরেই বাঁকুড়া সাইবার থানার দ্বারস্থ হয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কাঁকসায় মহা ধুমধামে ছটপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রতি বছরের মতো এবছরও মহা ধুমধামে পানাগড় স্টেশন সংলগ্ন রেল পুকুরে ছটপুজোর আয়োজন করা হয়।

রবিবার দুপুর ৩টে থেকেই পুজো উপলক্ষে ঘাটে ভিড় জমান ভক্তরা। পানাগড় বাজার সহ আশপাশের এলাকা থেকেও হাজার হাজার ভক্ত এদিন পুকুর ঘাটে ভিড় জমান। ছটপুজো উপলক্ষে রবিবার দুপুর থেকেই পানাগড় বাজারের স্টেশন রোডে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ রাখা হয়। কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুকুরের গোটা পাড়ে কড়া নজরদারিতে মোতায়েন ছিলেন কাঁকসা থানার পুলিশ ও রেল পুলিশের কর্মীরা। গোটা পুকুর ঘাটে সিসিটিভিতে নজরদারি চালানোর পাশাপাশি বসানো হয় মেডিক্যাল ক্যাম্প,উপস্থিত ছিলেন পানাগড় ফায়ার ব্রিগেডের আধিকারিকরা, কাঁকসা পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা ও পানাগড় ছটপুজো কমিটির সদস্যরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল সহ কাঁকসা থানার পুলিশ আধিকারিকরা।

ছটপুজো কমিটির সদস্য সঞ্জয় ঝাঁ জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে রেল পুকুরে পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে। সূর্য অস্তের সময় পুজো পরের দিন সূর্য উদয়ের সময় সূর্যকে পুজো দেওয়া হয়। যেহেতু রেল পুকুরে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান, তাই গোটা পুকুর ঘাট গত ১৫ দিন ধরে সাফাই করা হয়। পুকুরের জল পরিষ্কার করার সঙ্গে পাড়ে মশা মারার তেল স্প্রে করার পাশাপাশি ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়।

রবিবার সারারাতব্যাপী রেল পুকুরের ঘাটে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন সকালে ছট ঘাট পরিদর্শন করেন বর্ধমান দুর্গাপুরের সাংসদ সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া। অন্যদিকে কাঁকসার পলাশডাঙায় মহা ধুমধামে ছটপুজোর আয়োজন করা হয়। কয়েকশো মানুষ এদিন ডিভিসির সেচখালের ঘাটে ছটপুজো করেন। অপর দিকে এদিন কাঁকসার দক্ষিণ ক্যানেলপারে মহা ধুমধামে ছটপুজোর আয়োজন করা হয়।

গত কয়েক বছর আগে লকডাউনের সময় থেকে প্রশাসনের উদ্যোগে ওই এলাকায় ছটপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। সেই থেকেই মহা ধুমধামে ছটপুজো হয়ে আসছে। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দেবদাস বক্সি, কাঁকসা পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান শুক্লা সিং, কাঁকসা ব্লকের হিন্দি প্রকোস্ট সংগঠনের ব্লক সভাপতি কুলদীপ সিং, বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা সহ বিশিষ্টজনেরা।

উত্তরপাড়া বইমেলা সূচনা খুঁটিপুজোয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়া বইমেলার সূচনা হল খুঁটিপুজো দিয়ে। রবিবার সকালে উত্তরপাড়া সমন্বয়ের পরিচালনায় স্থানীয় মনমোহন উদ্যানে (সিএ মাঠে) বইমেলার খুঁটিপুজো হল। হুগলি জেলার সাড়া জাগানো উত্তরপাড়া বইমেলা এবার ২২ বছরে পড়ল। মাঝে করোনার জন্য বইমেলা বন্ধ ছিল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান তথা উত্তরপাড়া সমন্বয়ের সম্পাদক শ্রী দিলীপ যাদব, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অর্ণব রায় সহ বিশিষ্ট অতিথিরা।

বইমেলা প্রসঙ্গে সমন্বয়ের সম্পাদক শ্রী দিলীপ যাদব জানালেন, 'প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও বইমেলা হচ্ছে। আগামী ১০ থেকে ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত হবে এই বইমেলা। রবিবার খুঁটি পুজো দিয়ে বইমেলার সূচনা হল। এই বইমেলাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। সবাইকে বইমেলায় আসতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আসুন সবাই বই কিনবেন। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী, যুবযুবা সবাই আসুন, বইমেলায় প্রবীণদেরও আসতে অনুরোধ করছি।'

কালনায় বাংলা পক্ষর পথসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা শহরের সাউ সরকার মোড়ে পথসভা অনুষ্ঠিত হয় বাংলা পক্ষর। স্কুল শিক্ষায় বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করা, সরকারি পরিষেবায় বাংলা সহ একাধিক দাবি নিয়ে এদিন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায়, সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতি, শীর্ষ পরিষদ সদস্য মনোজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ব বর্ধমান জেলার সম্পাদক অসিত সাহা সহ জেলার অন্যান্য নেতৃত্ব এবং পার্শ্ববর্তী জেলার প্রতিনিধিরা।

গর্গ চট্টোপাধ্যায় জানান, কালনা একদিকে পশ্চিম বর্ধমানের শিল্পাঞ্চল ও অন্যদিকে হুগলি শিল্পাঞ্চলের বাঙালি সংখ্যালঘু এলাকার মাঝে স্যান্ডুইচ অবস্থায় আছে। এখনই সক্রিয় প্রতিরোধ না গড়তে পারলে কালনার পরিণতিও ওই সব এলাকার মতো হবে। মন্দিরনগরী কালনার ঐতিহ্য রক্ষা করতে বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন তিনি। কৌশিক মাইতি ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে নতুন করে এনআরসি, সিএএ প্রসঙ্গ তুলে বিজেপি বিভ্রান্তি ছড়াবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। নাগরিকত্ব আইনে হিন্দু বাঙালির নিঃশর্ত নাগরিকত্বের কোনও বিষয় নেই বলেই তিনি উল্লেখ করেন এবং উদ্বাস্তু হিন্দু বাঙালিকে বিজেপির ফাঁদে পা না দিতে বলেন।

শহরের ভূমিপুত্র মনোজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে উঠে আসে স্টেশনের উন্নয়নের নামে বস্তি ও হকার উচ্ছেদ প্রসঙ্গ। বহিরাগত পুঁজিপতির স্বার্থে কোনও বাঙালি ভূমিপুত্রকে বাস্তু ও কর্মচ্যুত করা যাবে না বলে তিনি দাবি করেন। জেলা সম্পাদক অসিত সাহার বক্তব্যে উঠে আসে জেলার নানান প্রান্তে হিন্দি আগ্রাসন ক্রমশ বৃদ্ধির প্রসঙ্গ। নদিয়ার সোমনাথ নাথের কথায় উঠে আসে শান্তিপুরের তাঁত শিল্পের সঙ্কটের কথা।

ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে ধৃত ৯

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে ৯জনকে গ্রেপ্তার করল কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃতদের রবিবার দুপুরে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ৬ জনকে ৬দিনের পুলিশি হেপাজত ও বাকি ৩জনকে ১৪দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন মহকুমা আদালতের বিচারক।

কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার মধ্য রাতে কাঁকসার মিনি বাজারের কাছে একটি মারুতি ওমনি ভ্যান ও একটি লরি নিয়ে একদল ব্যক্তি ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয় বলে দাবি। কাঁকসা থানার পুলিশের টহলরত পুলিশ ভ্যান টহল দেওয়ার সময় তাদের সন্দেহ হলে জড়ো হওয়া ব্যক্তিদের আটকাতে গেলে সকলেই পালানোর চেষ্টা করলে কাঁকসা থানার পুলিশ ৯ জনকে ধরে ফেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাদের তল্লাশি চালিয়ে ২টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৪রাউন্ড কার্তুজ, ধারালো অস্ত্র ও দু'টি গ্যাসের সিলিন্ডার ও গ্যাস কাটার, লোহা কাটার ব্লেড উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের জেরায় ওই ৯ জন এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে আসার কথা স্বীকার করার পরেই কাঁকসা থানার পুলিশ ওই ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা সকলেই বীরভূম জেলা ও পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম ও গলসির বাসিন্দা। আটক করা হয়েছে একটি লরি ও একটি মারুতি ভ্যান। কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৯ জনকে ধরা হয়েছে। বাকিরা পালিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। গত কয়েকদিন আগে কাঁকসার দোমড়া গ্রামে যে বন্ধ কারখানায় ডাকাতি হয়েছিল, তাতে এই ডাকাতের দল যুক্ত আছে বলে দাবি কাঁকসার এসিপির।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রয়াত সমাজসেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। সোনামুখী ব্লকের ধুলাই পঞ্চায়েত এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী মো হানিফ, আনিসা বিবি, সহরুদ্দিন শেখ, শাহজাহান শেখ, আয়নাল শেখ ও লালচাঁদ মিদ্যার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমশোল এলাকায় অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। প্রয়াত সমাজসেবীর পরিবারের উদ্যোগে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। একফোঁটা রক্তের অভাবে অনেক সময় মুমূর্ষু রোগীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়, হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় রোগী ও রোগের আত্মীয়দের, আর সে কথা মাথায় রেখে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল। এদিনের রক্তদান শিবিরে মোট ১১০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই রক্তদান শিবিরের ফলে জেলায় কিছুটা হলেও কমবে রক্ত সংকট। তাদের এই উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকার সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। পরিবারের সদস্য শেখ আনিসুর রহমান বলেন, 'এ বছর আমাদের এই রক্তদান শিবির দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। এলাকার সকল সাধারণ মানুষ এই রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। আগামী দিনে সমাজের জন্য আরও বৃহত্তর কিছু করার ইচ্ছা রয়েছে আমাদের।'

বিশ্বকাপ আবহে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: রবিবার ক্রিকেট বিশ্বকাপের উন্মাদনায় যখন মেতেছিল আম ভারতীয়, তখন এদিনই বিভিন্ন জায়গায় পালিত হয়েছে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন। গোটা দেশ যখন সামি এবং বিরাটের বিক্রম দেখার অপেক্ষায় ছিল, তখন রক্তদান করে ভারতীয় দলের সাফল্য কামনা করলেন কংগ্রেস কর্মীরা। রবিবার হাওড়া শ্যামপুরের দেওড়ায় এক রক্তদান শিবিরে প্রায় ৫০ জন কংগ্রেস কর্মী রক্তদান করেন এবং ভারতীয় ক্রিকেট টিমের জয়ের জন্য প্রার্থনা করেন। শ্যামপুর ২ নম্বর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আতিয়ার খান জানান, রক্তদানের মাধ্যমে একদিকে যেমন ইন্দিরা গান্ধীকে স্মরণ করা হয়েছে, তেমনই ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের সাফল্য কামনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের সাহায্যে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

মৃত কং কর্মীর পরিবারের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীর সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুলপি: ভোট হিংসায় মৃত কংগ্রেস কর্মীর পরিবারের সঙ্গে এক তৃণমূল কর্মীর সংঘর্ষের অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই তৃণমূল কর্মী। রবিবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলপি থানার দৌলতপুর এলাকায়।

জানা গিয়েছে, তৃণমূল নেতা আবুসিদ্দিক হালদার সাইকেলে চেপে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় মৃত কংগ্রেস কর্মী আলফাজউদ্দিন হালদারের স্ত্রীর সঙ্গে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, সেই সময় মৃত কংগ্রেস কর্মীর স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে মারধর করেন আবু সিদ্দিক। পরে পরিবারের সদস্যরা ছুটে এলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন আবু সিদ্দিক। তখনই পড়ে গিয়ে তৃণমূল কর্মীর মাথায় ও মুখে আঘাত লাগে বলে অভিযোগ মৃত কংগ্রেস কর্মীর পরিবারের।

তবে আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী আবু সিদ্দিকের অভিযোগ, লাঠি ও বাঁশ দিয়ে তঁর মাথায় ও চোয়ালে আঘাত করেন মৃত কংগ্রেস কর্মী আলফাজের স্ত্রী সহ তঁর পরিবারের লোকজনেরা। আহত তৃণমূল কর্মীকে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় দু'পক্ষ পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলপি থানার পুলিশ।

জখম তৃণমূল কর্মী আবু সিদ্দিক হালদারে দাবি, 'দীর্ঘদিন ধরে আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। কংগ্রেস, আইএসএফ মিলে এই সব কাজ করছিল। মৃত আলফাজের স্ত্রী লাঠি দিয়ে মেরে আমার চোয়াল ফাটিয়ে দিয়েছে। থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।' অন্যদিকে, মৃত কংগ্রেস কর্মীর মা আলেয়া বিবির দাবি, 'ওরা আমার বউমাকে মেরেছে। মাথার চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় ফেলে মারধর করেছে।'

বীরভূম সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত হল সিউড়ি সেহেড়া পাড়া চেতনা নৃত্য ও নাট্য সংস্থার ৩৬ তম বর্ষপূর্তি উৎসব।

ইন্ডিয়ার জয়ের প্রার্থনায় মহাযজ্ঞ দিবাকর ঘরামির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: টিম ইন্ডিয়ার জয়ের প্রার্থনা জানিয়ে নিজের গ্রামে মহাযজ্ঞ করলেন সোনামুখীর বিধায়ক দিবাকর ঘরামি। দুপুর দুটোর সময় আমদাবাদে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া। আর এই খেলাকে কেন্দ্র করে গোটা দেশজুড়ে ক্রিকেটপ্রেমী থেকে শুরু করে দেশবাসীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রত্যেকটি ভারতবাসী নিজের মতো করে টিম ইন্ডিয়ার সাফল্যের কামনায় ব্রতী হন। টিম ইন্ডিয়ার সাফল্য কামনা করে মহাযজ্ঞ করেন সোনামুখী বিধানসভার বিধায়ক দিবাকর ঘরামি।

মণ্ডপে চন্দননগরের ইতিহাস, প্রতিমা মেহগনি কাঠের

বনস্পতি দে ● চন্দননগর

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর জগৎজোড়া খ্যাতি। একটা সময় এই ফরাসডাঙার জগদ্ধাত্রী পুজোর কথা উঠলে প্রথমেই আসত 'লাইটিং'য়ের কথা। তবে এখন চন্দননগরের আলোর খেলার পাশাপাশি প্রতিমাতেও অভিনবত্ব আনছে বহু পুজো কমিটি। একশো শতাংশ সাবেকিয়ানাতেই ভরসা রাখে চন্দননগর। তবে কেউ কেউ তার সঙ্গে মিলিয়ে দেন চমক। যেমন মেহগনি গাছের গুঁড়ি কেটে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরি করে চমকে দিচ্ছে বোড় চাঁপাতলার পুজো কমিটি।

প্রতিবারই এই প্রতিমা দেখতে দূর দূরান্ত থেকে ভিড় জমান দর্শনার্থীরা। এবার তাঁদের কথা মাথায় রেখেই প্রতিমায় নতুন চমক বোড় চাঁপাতলা যুব সম্প্রদায়ের জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি। তাদের পুজো ৬১ বছরে পা দিয়েছে।

মণ্ডপ সাজছে চন্দননগরের নানা ইতিহাসে। হুগলিতে পর্তুগিজ, চন্দননগরে ফরাসি, চুঁচুড়ায় ডাচ কিংবা শ্রীরামপুরে ডেনমার্ক। হুগলি নদীর বাঁকে এ ছিল এককালে 'মিনি ইউরোপ'। সময়ের ঘষা লেগে সেসব শিলালিপি খয়েছে ঠিকই, তবে ইতিহাসকে ছাড়তে রাজি নয় চন্দননগরের এই পুজো কমিটি। তাই তাদের মণ্ডপে এবার সেই ইতিহাসের ছোঁয়া। মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমা মেহগনি কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। প্রায় ৯ মাস ধরে চলেছে প্রস্তুতি।

এই পুজো কমিটির কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা প্রতি বছরই দর্শনার্থীদের জন্য নতুন কিছু করার চেষ্টা করি। এ বছর আমরা মণ্ডপের পাশাপাশি চমক এনেছি প্রতিমায়। মেহগনি গাছের গুঁড়িকে কেটে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গড়েছেন ভাস্কর পল্লব জানা।' তবে একইসঙ্গে পুজোর জন্য মৃৎপ্রতিমাও থাকছে মণ্ডপে। তিনি জানান, চন্দননগরে প্রথমবার কাঠ দিয়ে প্রতিমা তৈরি করা হয়েছে। পুজোর পর তাঁরা মেহগনি কাঠের প্রতিমা সংরক্ষণও করবেন।

ডিভিসির আরটিপিএসে কর্মরত শ্রমিকের মৃত্যু, ক্ষতিপূরণের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের দুমদুমিতে অবস্থিত ডিভিসির আরটিপিএসের। মৃত ওই শ্রমিকের নাম উত্তম মুখোপাধ্যায়। বয়স ৪৫বছর। বাড়ি ঝাড়খণ্ডের তালগড়িয়া এলাকায়।

জানা যায়, শনিবার বিকেলে যখন আরটিপিএসে কর্মরত ছিলেন উত্তমবাবু, তখন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিকিৎসার জন্য রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তার অবস্থা সংকটজনক হওয়ার কারণে ওই হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে রাঁচির একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। ওই হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন শনিবার গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

আজ রবিবার রাঁচিতেই দেহটির ময়নাতদন্ত করা হয়। এদিকে মৃত ওই শ্রমিকের পরিবার সহ অন্যান্য শ্রমিকরা রবিবার দুপুরে ডিভিসির আরটিপিএসে গিয়ে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানাতে থাকেন।

উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধারকাজ দেখতে ঘটনাস্থলে গড়করি ও ধামি

উল্লম্বভাবে রাস্তা খুঁড়ে পৌঁছনোর চেষ্টা চলছে

দেরাদুন, ১৯ নভেম্বর: উত্তরকাশীর সিল্কিয়ারায় সুড়ঙ্গের ভিতরে উদ্ধারকাজ নিয়ে উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগে ক্রমশ বাড়ছে। সাত দিন পেরিয়ে অষ্টম দিনেই পৌঁছেও সুড়ঙ্গে আটকে থাকা ৪০ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা যায়নি। সময় যত এগোচ্ছে, ততই আটকে থাকা শ্রমিকদের আশাটুকু একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে। উদ্ধারকাজ নিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রবল ক্ষোভ।

উদ্ধারকাজ নিয়ে কী করা হচ্ছে, কোন পথে এগনোর চেষ্টা চলছে তা স্বচক্ষে খতিয়ে দেখতে রবিবার ঘটনাস্থলে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়করি এবং উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। সিল্কিয়ারায় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্য সচিব এসএস সান্ধু। উল্লম্বভাবে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার সমস্ত প্রস্তুতি করা হয়েছে। সব ঠিক থাকলে সেই পথেই ৪-৫ দিনে উদ্ধারকাজ সম্ভব বলে আশা করছে আধিকারিকরা।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ধামি এদিন বলেন, 'আমরা সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করছি। সব ধরনের বিশেষজ্ঞ দল এখানে কাজ করছে। প্রত্যেকের জীবন বাঁচানো আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার... এর জন্য, রাজ্য সরকার সমস্ত সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা দিতে প্রস্তুত... আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব যে তারা যেন তাড়াতাড়ি উদ্ধার পায়।' অন্য দিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়করি বলেন, ২টো যন্ত্র উদ্ধারকাজে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাকভাবে চললে, ২ থেকে আড়াই দিনে আটকে থাকা শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনো যাবে।

বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও) জানিয়েছে, সুড়ঙ্গের উপরের দিকে কোন জায়গায় খুঁড়লে দ্রুত শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনো যাবে, সেই জায়গাটি চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে একটু হলেও আশার কথা, সিল্কিয়ারা টানেলের উপরে পাহাড়ের চূড়া থেকে যে উল্লম্বভাবে ড্রিলিং করে রাস্তা তৈরির প্রচেষ্টা চলছিল, রবিবার বিকেলের মধ্যেই সেই গর্তটি খননের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত তৈরি হয়েছে। আটকে পড়া শ্রমিকদের পর্যাপ্ত খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করার জন্য রবিবার সকালেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে ৪২ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত বড় ব্যাসের পাইপগুলিও ঢোকানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সুড়ঙ্গের বাইরে থাকা উদ্ধারকারীদের সঙ্গে শ্রমিকদের নিরন্তর যোগাযোগ থাকছে ঠিকই, কিন্তু উদ্ধার নিয়ে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা যেন বেড়েই চলেছে তাঁদের মধ্যে।

উদ্ধারকারীদের কাছে শ্রমিকদের আর্জি, তাঁদের যেন দ্রুত উদ্ধার করা হয়। উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা উদ্ধারকারী এক আধিকারিক অরুণকুমার মিশ্র শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথাও হয় তাঁর। ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, শ্রমিকরা বার বারই জিজ্ঞাসা করেছেন, কখন তাঁদের উদ্ধার করা হবে। খাবার, জল, অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সুড়ঙ্গের ভিতরের পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শ্রমিকরা। আর সে কারণেই তাঁদের উদ্বেগ আরও বাড়ছে। উদ্ধারকারী আধিকারিক মিশ্র জানিয়েছেন, খোঁড়াখুঁড়ির কাজ কেমন চলছে, উদ্ধারকারী দল তাঁদের কতটা কাছে পৌঁছতে পেরেছে, কী ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে, ইত্যাদি জানতে চেয়েছিল শ্রমিকরা। তখন তিনি আশ্বস্ত করেন, তাঁদের উদ্ধারের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। দু'ভাবে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে রাস্তা বার করার চেষ্টা চলছে।

সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে রবিবার বিকেল থেকেই খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু হওয়ার কথা।

ট্রাকের পিছনে সজোরে ধাক্কা, পুলিশের গাড়ি দুমড়ে-মুচড়ে ৫ কর্মীর মৃত্যু, আহত ২

চুরু, ১৯ নভেম্বর: ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ৫ পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হল রাজস্থানের চুরু জেলাতে। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুই পুলিশ আধিকারিক। ভোটমুখী রাজস্থানে প্রচারে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর র‍্যালির জন্য গোটা এলাকা নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলেছে প্রশাসন। এদিন সেই সূত্রেই নাগউর থেকেই ঝুনঝুনা যাচ্ছিলেন পুলিশকর্মীরা। মৃতেরা হলেন, এএসআই রামচন্দ্র। তিনি খিনসর থানায় কর্মরত ছিলেন। এ ছাড়াও মৃত্যু হয়েছে কনস্টেবল কুম্ভরাম, সুরেশ মীণা, থানারাম এবং মহেন্দ্র।

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকালে নাগাউর থেকে ঝুনঝুনুতে যাচ্ছিল পুলিশের গাড়িটি। ৭ জন পুলিশ আধিকারিক ছিলেন। সামনেই ছিল একটি ট্রাক। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, ট্রাকটি হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ায় পিছন দিক থেকে পুলিশের গাড়িটি সজোরে এসে ধাক্কা মেরে সামনের দিকে দুমড়ে ট্রাকের নীচে ঢুকে যায়। আর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাঁচ পুলিশ আধিকারিকের। আহত হন আরও দু'জন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দল। গ্যাসকাটার এনে গাড়ি কেটে পুলিশ আধিকারিকদের দেহ উদ্ধার করা হয়। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। চুরুর পুলিশ সুপার প্রবীণ নায়েক জানিয়েছেন, সুজনগড় সদর থানা এলাকায় দুর্ঘটনার মুখে পড়ে গাড়িটি। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গহলৌত এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন।

ভয়ে আল-শিফা হাসপাতাল ছেড়ে পালাচ্ছেন রোগীরা

গাজা, ১৯ নভেম্বর: এখন নেতনিয়াহু বাহিনী গাজা দখলে নিয়ে নিয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে হামাস নেতারা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আল-শিফা হাসপাতালও সুরক্ষিত নয় বর্তমানে। কারণ হামাসদের প্রাণে মারতে হাসপাতালেও হামলা করবে ইজরায়েলি বাহিনী। তাই ইতিমধ্যেই রোগীদের হাসপাতাল ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকী নির্দেশমতো হাসপাতাল ছেড়ে অসংখ্য রোগী ও সাধারণ মানুষ পালাচ্ছেন বলে খবর। যদিও নেতনিয়াহুর সেনার দাবি, রোগী বা সাধারণ মানুষকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়নি।

জানা গিয়েছিল, শনিবারই হাসপাতালের বাইরে ইজরায়েলি সেনা মাইকে হাসপাতাল খালি করার নির্দেশ দেয়। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই আন্তর্জাতিক মহলে ইজরায়েলের সমালোচনা শুরু হয়, তীব্র নিন্দাও করা হয় তাদের। ফলে চাপে পড়ে যায় ইজরায়েল। এরপরই ইজরায়েল সেনার রফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, কোনও রোগী বা হাসপাতালের কোনও কর্মীকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়নি। যদিও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, ইজরায়েলি সেনার হামলায় এল শিফা হাসপাতালে ঢোকার মুখ গণকবরে পরিণত হয়েছে। কমপক্ষে ৮০টি দেহ পড়ে রয়েছে। ইজরায়েল বাহিনী হাসপাতাল ছাড়ার হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর সকলেই জীবন বাঁচানোর তাগিদে পালিয়ে গিয়েছেন। তবে শুধুমাত্র ৩০০ জন গুরুতর অসুস্থ রোগী রয়ে গিয়েছেন।

হাসপাতালে হামলার ব্যাপারে নেতানিয়াহুর তরফে বারবার দাবি করা হয়েছে, প্যালেস্টাইনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস হাসপাতালগুলিতেই ঘাঁটি গেড়েছে। হাসপাতালের নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গিরা। তাই হামাস গোষ্ঠীকে নির্মূল করার জন্য হাসপাতালে হামলা করতেই হবে। একই সঙ্গে ইজরায়েলি সেনার দাবি, যে সব রোগী হাসপাতালে রয়ে গিয়েছেন, তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব তাদের। হাসপাতালে খাবার, জল এবং অন্যান্য ত্রাণসামগ্রীও তারা পাঠিয়েছে।

মালদ্বীপে ভারতীয় সেনা সরানো নিয়ে আলোচনায় রাজি দু'দেশই

মালদ্বীপ, ১৯ নভেম্বর: ভারত ও মালদ্বীপ অবশেষে সেনা সরানো নিয়ে আলোচনায় রাজি দু'দেশই। উল্লেখ্য, শুক্রবার মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেন মহম্মদ মুইজু। বরাবরই চিনপন্থী হিসাবে পরিচিত মুইজু নির্বাচনে জিতেই জানিয়েছিলেন, মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনাদের সরিয়ে দেওয়া হবে। তাঁর এই বক্তব্যে ভারতের আকাশে আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত হয়। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, এহেন পরিস্থিতিতে এবার আশার আলো ফুটল। দু'দেশের সম্মতিতে এবার আলোচনা হওয়ার কথা। ভারতীয় সেনাদের সেখানে রাখার লক্ষ্যেই এই আলোচনা হওয়ার কথা।

জানা গিয়েছে, শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ও মুইজু একটি বৈঠকে বসেন। ওই বৈঠকেই ভারতীয় সেনাদের মালদ্বীপে রেখে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দু'পক্ষই এবিষয়ে সমাধান সূত্র খুঁজতে বৈঠকে বসা নিয়ে সম্মত হয়েছে। উল্লেখ্য, মুইজুর নির্বাচনে জেতার অন্যতম কারণ ভারত বিরোধিতা। ভোটে জিতলে দেশ থেকে ভারতীয় সেনা সরানো হবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন মুইজু বলেছিলেন, মালদ্বীপে ভারতীয় সেনা থাকলে দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তবে এক্ষেত্রে শুধু ভারত নয়, সমস্ত বিদেশি সেনাকেই তাঁরা সরিয়ে দেবেন। রিজিজুর সঙ্গে সাক্ষাতেও সেই প্রসঙ্গ তোলেন মুইজু। জানিয়ে দেন, ভারতীয় সেনাদের যেন সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

তবে চিকিৎসাক্ষেত্রে ভারতীয় হেলিকপ্টার ও বিমানের সাহায্য যে তাঁরা পেয়েছেন, সেকথা জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। মালদ্বীপের তরফে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, দু'দেশের সরকারই এই বিষয়ে সমাধান সূত্র খুঁজে পেতে বৈঠকে বসার ক্ষেত্রে রাজি হয়েছে। যেহেতু ভারতীয় সেনা মালদ্বীপের সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করে, তাই মাদক চোরাচালান রুখতে ও ওষুধপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে ভারতীয় সেনার হেলিকপ্টার ও বিমানের সাহায্য যে প্রয়োজন তা মেনে নিয়েছে মালদ্বীপ। এখন দেখার আগামী দিনে বৈঠকের মাধ্যমে কোনও সমাধান বের হয় কিনা।

ইম্ফলে অজানা ড্রোনে আতঙ্ক বন্ধ করে দেওয়া হল বিমানবন্দর

ইম্ফল, ১৯ নভেম্বর: একটি অজ্ঞাত পরিচয় ড্রোন নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়াল ইম্ফল বিমানবন্দর এলাকায়। নিরাপত্তায় জোর দিতে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল ইম্ফল বিমানবন্দর। এই ঘটনার জেরে জোরদার করা হয়েছে বিমানবন্দর এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা। উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে পুলিশ এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেলে একটি অজ্ঞাত পরিচয় ড্রোন দেখতে পায় বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মীরা। এরপরই ইম্ফল বিমানবন্দর এবং তার আশেপাশের অঞ্চলের আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উড়ান বন্ধ করে দেওয়ায় বিমানবন্দরে আটকে পড়েছেন বহু যাত্রী। কোনো বিমান নামতেও দেওয়া হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই কলকাতা এবং দিল্লি থেকে আগত ইন্ডিগো সংস্থার দু'টি বিমান ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইম্ফলের বদলে বিমান দু'টি গুয়াহাটি বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। ওই অজ্ঞাত পরিচয় ড্রোন থেকে নিরাপত্তাগত কোনও হুমকির সম্ভাবনা আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়নের পরই ফের উড়ান পরিষেবা চালু হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। বিমানবন্দর নিরাপদ বলে ঘোষণা না করা পর্যন্ত পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে।

ক্রিকেট জ্বরে কাবু রাজনীতিকরাও, কংগ্রেসের সদর দপ্তরে নেতাদের চোখ ছিল জায়ান্ট স্ক্রিনে

নয়া দিল্লি, ১৯ নভেম্বর: বিশ্বকাপে মুখোমুখি ভারত-অস্ট্রেলিয়া। আরও একবার কাপ হাতের নাগালে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপ-জ্বরে বুঁদ সকলেই। গুজরাতের আমদাবাদে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে বহু প্রতীক্ষিত ম্যাচ হয়েছে। ক্রিকেট জ্বরে কাবু রাজনীতিকরাও। দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচ দেখতে বিশেষ আয়োজন ছিল । আর সেই আসরে জায়ান্ট স্ক্রিনে চোখ রাখলেন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মল্লিকার্জুন খাড়্গে, কে. সি বেণুগোপালের মতো প্রবীণ নেতারাও। দুপুর থেকেই খেলা দেখতে হাজির ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, কে. সি বেণুগোপাল-সহ দলের প্রবীণ, নবীন-সহ সকল শীর্ষ নেতারা। সনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী বর্তমানে রাজস্থানে। তাঁরা সেখানেই দলের সদর দপ্তরে বসে বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখেছেন বলে দলীয় সূত্রের খবর।

এদিন এআইসিসি সদর দপ্তরে বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচ লাইভ স্ক্রিনিংয়ের ভিডিয়ো দলের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা হয়েছে। আর তার ক্যাপসনে লেখা রয়েছে, 'ইন্ডিয়া উইল উইন' (ভারত জিতবে)। আবার বিশ্বকাপ ফাইনালের ইন্ডিয়া টিমের তারকা সদস্যদের ছবি পোস্ট করে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা। সবমিলিয়ে, বিশ্বকাপ-জ্বরে আক্রান্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গও।

গাজায় ৫ দিনের যুদ্ধবিরতির জল্পনায় জল নেতানিয়াহুর

গাজা, ১৯ নভেম্বর: দীর্ঘদিন ধরে চলা যুদ্ধ এবার কি থামার পথে? গাজায় ৫ দিনের সংঘর্ষবিরতির শর্তে কি রাজি ইজরায়েল? হামাস কি ইজরায়েলি পণবন্দিদের ফেরাতে রাজি হবে? এক মার্কিন সংবাদমাধ্যমের খবরে এহেন প্রত্যাশা তৈরি হলেও, তাতে জল ঢেলে দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলরের মুখপাত্র অ্যাডরিয়েন ওয়াটসন।

কয়েক দিন ধরেই যুদ্ধবিরতির জোর জল্পনা চলছিল। ইজরায়েল, আমেরিকা ও হামাসের মধ্যে কাতার মধ্যস্থতা করছিল। এমনকি সেই মধ্যস্থতা সফলও হয়েছিল বলে খবর। একদিকে যেমন হামাস ইজরায়েলি পণবন্দিদের মুক্তি দিতে রাজি হয়, তেমনই গাজায় ৫ দিনের যুদ্ধবিরতিতে নাকি রাজি ইজরায়েলও সায় দেয়। কিন্তু কোথায় কি? সেই সব জল্পনা ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী।

তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'কোনও রফাসূত্র মেলেনি। আমাদের সব পণবন্দিদের ফেরত দিতে হবে। তাঁদের সুরক্ষিত অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য যা করণীয় সেটাই করছি আমরা। আর এবিষয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ।' আর যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনও কথাই বলেননি তিনি। এই বিষয়ে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ওয়াটসন বলেন, 'এখনও কোনও সমাধান সূত্র বেরয়নি। তবে রফ সূত্রে পৌঁছনোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টারের আবাসনে গণধর্ষণের অভিযোগ

মুম্বই, ১৯ নভেম্বর: ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টার (বার্ক)-এর আবাসনে কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল। ধর্ষণের অভিযোগে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ১৫ নভেম্বর রাত ১০টা থেকে সাড়ে ১২টার মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। মুম্বইয়ের চেম্বুর এলাকায় ঘটেছে এই ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কমার্সের স্নাতক স্তরের ছাত্রী গণ ধর্ষণের অভিযোগ করেছেন। তাঁর বাবা বার্কে চাকরি করেন। সেখানকার আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে থাকেন। অভিযুক্ত যুবকের এক জনও ওই আবাসনের অপর একটি ফ্ল্যাটে থাকেন। তিনি বার্কের এক কর্মীর ছেলে। পালঘর জেলায় মা ও বোনের সঙ্গে থাকেন নির্যাতিতা। দিন কয়েক আগে ওই ছাত্রী মুম্বইয়ে বাবার কাছে এসেছিলেন। বার্কের আবাসনেই উঠেছিলেন তিনি।

১৫ তারিখ রাতে অভিযুক্ত বাড়িতে একাই ছিলেন। তাঁর বাবা-মা বাইরে গিয়েছিলেন। সে জন্য তিনি তাঁর এক বন্ধুকে ডেকেছিলেন আবাসনের ফ্ল্যাটে। রান্না করতে গিয়ে রান্নার উপকরণ কম থাকায় অভিযুক্তের ফ্ল্যাটে তা আনতে গিয়েছিলেন ওই কলেজ ছাত্রী। সে সময়ই তাঁকে মাদক মেশানো কোল্ড ড্রিঙ্কস অভিযুক্তরা খেতে দিয়েছিল বলে অভিযোগ। তা খাওয়ার পরই অচৈতন্য হয়ে পড়েন ওই ছাত্রী। তখন দুই বন্ধু মিলে তাঁকে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ হুঁশ ফেরে ওই কলেজ ছাত্রীর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের ফ্ল্যাটে চলে আসেন। ঘটনার কথা ওই আবাসনের বসবাসকারী ঘনিষ্ঠদের জানান।১৬ নভেম্বর থানায় গিয়ে দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে পুলিশ। দুই অভিযুক্তকে সে দিনই গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে আদালতে তোলা হলে ২০ নভেম্বর অবধি অভিযুক্তদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। অভিযুক্তের ফ্ল্যাট থেকে কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতলও উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য তা পাঠানো হয়েছে।

তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ জওয়ানের বিরুদ্ধে, গ্রেপ্তার

আগ্রা, ১৯ নভেম্বর: রক্ষকই ভক্ষক! রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল উত্তরপ্রদেশের এক পিএসি জওয়ানের বিরুদ্ধে। শারীরিক নির্যাতনের সেই ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন অভিযুক্ত। এমনকী, মুখ খুললে পরিবারের ক্ষতিরও হুমকি দিয়েছিলেন ওই জওয়াড়। উত্তরপ্রদেশের আগ্রার এই ঘটনায় অভিযুক্ত যোগেশ কুমারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অভিযোগ, বিয়ে বাড়ির পরিচারক পুষ্পেন্দ্র ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। পুরো বিষয়টির ভিডিও করা হয়।কনস্টেবলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ আরও গুরুতর। শারীরিক নির্যাতনের পুরো ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন অভিযুক্ত। এমনকী, মুখ খুললে পরিবারের ক্ষতিরও হুমকি দিয়েছিলেন ওই কনস্টেবল। নির্যাতিতার অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এমনকী, কারোর কাছে মুখ খুললে পরিবারের ক্ষতি করারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত হাত-পায়ে ধরে ছাড়া পান নির্যাতিতা। বাড়ির সামনেই নামিয়ে দিয়ে যায় অভিযুক্ত যোগেশ কুমার। এর পরই পুলিশের দ্বারস্থ হয় নির্যাতিতা। অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তরপ্রদেশের প্রভেন্সিয়াল আর্মড কনস্টাবুলারি বিভাগের কনস্টেবলকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়েছে। নির্যাতিতার মেডিক্যাল পরীক্ষার পর তাঁর বয়ানও রেকর্ড করেছে পুলিশ।

বিশ্বকাপের রং হলুদ

■ ভারত জিতে এসেছিল টানা ১০ ম্যাচ, টুর্নামেন্টে অপরাজিত ছিল তারা, যে জয়ের ধারা শুরু হয়েছিল ৮ অক্টোবর চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েই। ভারতের পর দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে পয়েন্ট তালিকার তলানীতে চলে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ভারতের জয়রথ ছুটেছে, অস্ট্রেলিয়া খাদের কিনার থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পেরিয়ে এসেছে একের পর এক বাধা। সর্বশেষ সেমিফাইনালেও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে কঠিন লড়াই করে আসতে হয়েছে তাদের। কিন্তু তারা অস্ট্রেলিয়া;বিশ্বকাপের সবচেয়ে সফল দল। সেই অস্ট্রেলিয়ার কাছে থমকে গেল ভারত। এবারের বিশ্বকাপে ১১তম ম্যাচে এসে প্রথম হারের স্বাদ পেল রোহিত শর্মার ভারত। সেটিও ঘরের মাঠে ১ লাখ ৩০ হাজার সমর্থকের সামনে। টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতকে যেন বার্তা দিয়েছিলেন কামিন্স। এমন ব্যাটিং লাইনআপকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। রোহিত শর্মা শুরুটা আক্রমণাত্মক করেছিলেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া ফিরে এসেছে। এরপর ফ্লাডলাইটে নতুন বলে বুমরা ও শামি আঘাত করেছেন তিন বার। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া দমেনি। হেড ও লাবুশেন গড়েছেন দুর্দান্ত এক জুটি। হেড করেছেন দুর্দান্ত সেঞ্চুরি। লাবুশেন পেয়েছেন ফিফটি।

ফাইনালে অর্ধশতকে মিয়াঁদাদ, ডি সিলভার পাশে কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্যাট হাতে স্বপ্নের মতো এক বিশ্বকাপ কাটিয়েছেন বিরাট কোহলি। প্রায় প্রতি ম্যাচেই রান পেয়েছেন। প্যাট কামিন্সের বলে বোল্ড হওয়ার আগে আজ ফাইনালেও দলের বিপর্যয়ের মুখে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৬৩ বলে ৫৪ রান। ফাইনালসহ ১১ ম্যাচের মধ্যে দুই ম্যাচ ছাড়া বাকি সব কটিতে কোহলি করেছেন পঞ্চাশোর্ধ্ব রান।

যেখানে আছে তিনটি শতক ও ছয়টি অর্ধশতক। এই ১১ ম্যাচে ৯৫.৬২ গড় ও ৯০.৩১ স্ট্রাইক রেটে কোহলি করেছেন ৭৬৫ রান, যা বিশ্বকাপের এক আসরে সর্বোচ্চ রান। এর মধ্যে ফাইনালে অর্ধশতক করে নতুন একটি মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন কোহলি। প্রথম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনালে ৫০,এর বেশি রান করেছেন ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক। যেখানে কোহলির সঙ্গে আছে আরও ছয় ব্যাটসম্যান।

তবে এই দুই ইনিংসের মধ্যে কমপক্ষে একটি শতক বিবেচনা করলে তালিকায় কোহলিসহ আছেন তিনজন। বাকি দুজন হলেন শ্রীলঙ্কার

অরবিন্দ ডি সিলভা ও স্টিভেন স্মিথ। এর মধ্যে কেবল শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ডি সিলভাই ফাইনালে শতক পেয়েছেন। কোহলি এবং স্মিথ শতক পেয়েছেন সেমিফাইনালে। তবে ডি সিলভা ও স্মিথ দুজনই পেয়েছিলেন শিরোপার স্বাদ। কোহলিও পাবেন কি না, সেটি জানতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।

সেমিফাইনাল ও ফাইনালের পঞ্চাশের বেশি রানের কীর্তি প্রথম দেখা গিয়েছিল ১৯৭৯ বিশ্বকাপে। ইংল্যান্ডের হয়ে সেমিফাইনাল ও ফাইনালে ৫০,এর বেশি রান করেছিলেন ইংলিশ অধিনায়ক মাইক বেয়ার্লি। ফাইনালে তিনি খেলেছিলেন ১৩০ বলে ৬৪ রানের ইনিংস। কিন্তু এই কীর্তি গড়েও লাভ হয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরে শিরোপাবঞ্চিত থাকতে হয়েছিল বেয়ার্লিকে।

দ্বিতীয়বার এই কীর্তি গড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি ডেভিড বুন। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ের পথে দুই ইনিংসেই অর্ধশতক রানের ইনিংস খেলেছিলেন বুন। ১৯৯২ সালে পরের বিশ্বকাপেও দেখা গেছে একই কীর্তি। সেবার সেমিফাইনাল ও ফাইনালে সেঞ্চুরি করেছিলেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান জাভেদ মিয়াঁদাদ। পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ে দুটি ইনিংসই রেখেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

১৯৯৬ সালে শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ জয়ে অসামান্য ভূমিকা রাখা ডি সিলভা সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে ৪৭ বলে ৬৬ রানের অসাধারণ এক ইনিংস খেলেন ডি সিলভা। আর ফাইনালে বিপর্যয়ের মুখে ডি সিলভা খেলেন ১২৪ বলে ১০৭ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস। তাঁর এই ইনিংসটিই প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের স্বাদ দেয় লঙ্কানদের।

অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে ডি সিলভার কীর্তির পর টানা চার বিশ্বকাপে আর এই কীর্তি দেখা যায়নি। অর্থাৎ একই ব্যাটসম্যান হিসেবে সেমিফাইনাল ও ফাইনালে ৫০,এর বেশি রান করতে পারেননি কেউই। তবে ২০১৫ বিশ্বকাপে এসে একই সঙ্গে দুই ব্যাটসম্যান গড়েছেন এই কীর্তি।

স্মিথের কথা তো আগেই বলা হয়েছে, নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যান গ্র্যান্ড এলিয়টও পেয়েছিলেন এই মাইলফলকের স্পর্শ। যদিও শেষ হাসি হাসা হয়নি তাঁর। এরপর ২০১৯ বিশ্বকাপে আর কেউ গড়তে পারেননি এই কীর্তি। এবার করে দেখিয়েছেন কোহলি। সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শতকের অর্ধশতক গড়া কোহলি খেলেছিলেন ১১৭ রানের ইনিংস।

বিশ্বকাপ ফাইনালের গ্যালারি মাতালেন শাহরুখ, দীপিকারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ ফাইনাল, যেখানে একটি দল আবার স্বাগতিক ভারত। সেই ফাইনালের গ্যালারিতে তারার মেলা না হওয়াটাই বরং আশ্চর্যজনক হতো। তেমন কিছু অবশ্য ঘটেওনি। স্বাভাবিকভাবেই আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসেছে তারার মেলা। যেখানে শাহরুখ খান, দীপিকা পাড়ুকোন, রণবীর সিং, আনুশকা শর্মা ও অনিল কাপুরের মতো তারকাদের দেখা গেছে গ্যালারিতে।

বিশ্বকাপজুড়ে গ্যালারিতে উপস্থিত থেকে ভারতের তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলিকে উৎসাহ দিয়ে গেছেন স্ত্রী বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা। সেমিফাইনালে শতকের অর্ধশতক করার পর মাঠে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর উড়ন্ত চুমুও ছুড়ে দেন কোহলি। আজ ফাইনালেও কোহলি ও ভারতকে সমর্থন দিতে আহমেদাবাদের গ্যালারিতে এসেছেন 'এন এইচ টেন' খ্যাত এই অভিনেত্রী। আনুশকার সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা।

নীল,সাদা জামা ও সাদা ফ্রেমের সানগ্লাস পরা আনুশকার স্টেডিয়ামে আসার ভিডিও প্রকাশ করেছে একাধিক সংবাদমাধ্যম। পরে গ্যালারিতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের স্ত্রীদের সঙ্গে বসে ম্যাচ উপভোগ করতে দেখা গেছে তাঁকে। এ সময় আনুশকার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার লোকেশ

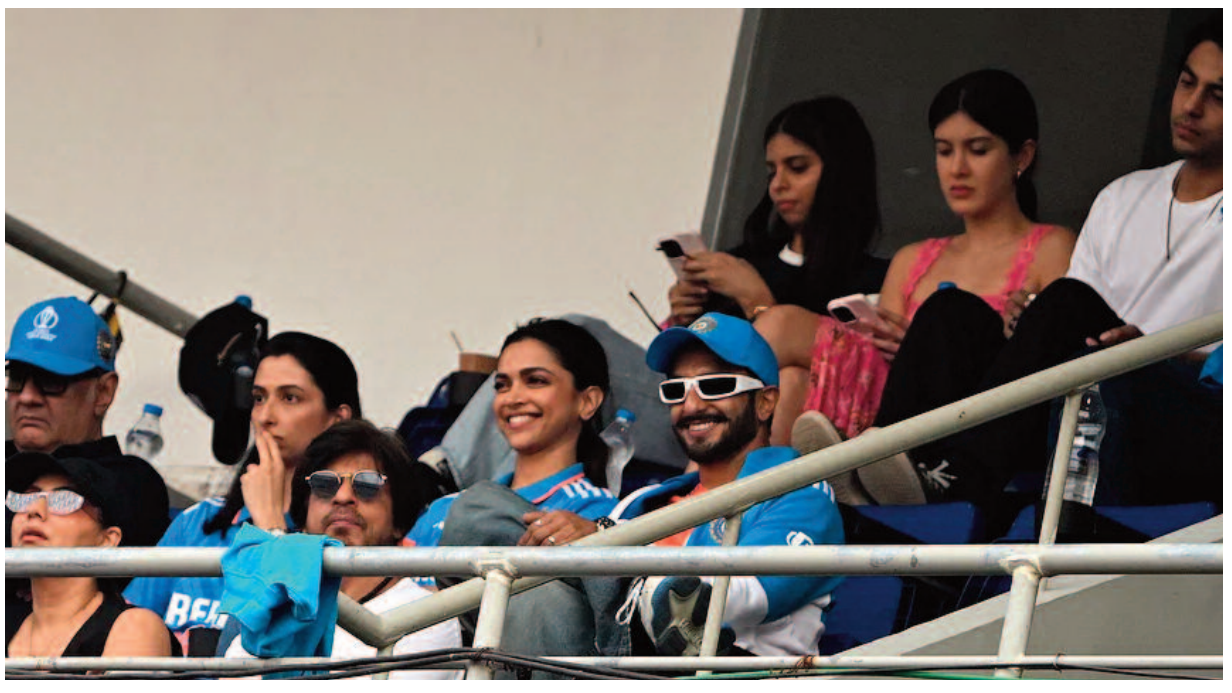

রাহুলের স্ত্রী অভিনেত্রী আথিয়া শেঠিকেও। এ সময় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন রোহিত শর্মার স্ত্রী রিতিকা সাজদেহ এবং রবীন্দ্র জাদেজার রাজনীতিবিদ স্ত্রী রিভাদা জাদেজাও উপস্থিত ছিলেন।

সাদা,নীল জামা ও কালো সানগ্লাসে খেলা দেখতে এসেছেন বলিউডের 'কিং খান' খ্যাত শাহরুখও। গ্যালারিতে তাঁকে বিসিসিআই সভাপতি জয় শাহর পাশে বসতে দেখা গেছে। ভারতের জার্সি পরে গ্যালারিতে এসেছেন ভারতের তারকা অভিনেত্রী দীপিকাও। বাবাকে নিয়ে স্টেডিয়ামে প্রবেশের সময় দীপিকা।

এ সময় দীপিকার সঙ্গে ছিলেন তাঁর বাবা প্রকাশ পাড়ুকোনও। স্ত্রীর সঙ্গে নয়, আলাদাভাবে মাঠে এসেছেন বলিউড তারকা রণবীর। ভারতের জার্সির আদলে তৈরি জ্যাকেট পরে এসেছেন এই অভিনেতা। একসঙ্গে মাঠে না এলেও গ্যালারিতে পাশাপাশিই বসেছেন এই তারকা দম্পতি। এদিন গ্যালারিতে অনিল কাপুর ও দাগুবাতি ভেঙ্কেটেশসহ আরও অনেক বলিউড তারকা উপস্থিত ছিলেন।

ফাইনালে প্রীতম চক্রবর্তীসহ বলিউডের অন্য সংগীত তারকাদের পারফরম্যান্স দেখা যাবে প্রথম ইনিংসের পর, ম্যাচের বিরতিতে। এ সময় প্রীতম ছাড়া পারফর্ম করতে দেখা যাবে জনিতা গান্ধী, নাকাশ আজিজ, অমিত মিশ্র, আকাশা সিং ও তুষার যোশীকে। বিসিসিআইয়ের সূচিতে না থাকলেও ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যম ৫০০ জন নৃত্যশিল্পীর নাচ পরিবেশন করার কথাও জানিয়েছে। ফাইনালের আয়োজন অবশ্য এতটুকুতেই শেষ হচ্ছে না। দ্বিতীয় ইনিংসের পানি পানের বিরতিতে লেজার এবং লাইট শোর আয়োজন রেখেছে বিসিসিআই।

আনুষ্কা, আথিয়াকে নিয়ে হরভজনের বিতর্কিত মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: খেলোয়াড়ি জীবনে এমনকি খেলা ছাড়ার পরও নানা কারণে বিতর্কিত ছিলেন হরভজন সিং। এবার বিশ্বকাপ ফাইনাল চলাকালে বেফাঁস মন্তব্য করে সমালোচনার মুখে পড়েছেন ভারতের সাবেক এই স্পিনার। হরভজন মন্তব্যটি করেছেন দুই ভারতীয় অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা ও আথিয়া শেঠিকে নিয়ে।

আজ ভারত,অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে গ্যালারিতে বসেছে তারার মেলা। শাহরুখ খান, রণবীর সিং, দীপিকা পাড়ুকোন, আনুশকা ও আথিয়ারা গ্যালারি থেকে সমর্থন দিচ্ছেন দলকে। আনুশকা ও আথিয়ার জন্য এই ম্যাচটি আবার একটু বেশি স্মরণীয়।

এই ম্যাচে তাঁদের জীবনসঙ্গী বিরাট কোহলি এবং লোকেশ রাহুল দেশকে তৃতীয় বিশ্বকাপ শিরোপা এনে দিতে লড়ছেন।

ফাইনালের দিন গ্যালারিতে এই দুই অভিনেত্রী বসেছেনও এক জায়গায়। যেখানে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন রোহিত শর্মা,রবীন্দ্র জাদেজাদের স্ত্রীরাও।

ম্যাচের একপর্যায়ে কোহলি, রাহুল যখন দলের বিপর্যয়ের মুখে জুটি গড়ে লড়ছিলেন, তখন ক্যামেরায় ধরা পড়ে আথিয়া ও আনুশকার মুখ। সে সময় নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিলেন আনুশকা ও আথিয়া। এ দুজনকে যখন ক্যামেরায় দেখানো হচ্ছিল, তখন হিন্দিতে ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন হরভজন। আর তখনই বেফাঁস মন্তব্য করে বসেন সাবেক এই ক্রিকেটার।

হরভজনকে তখন বলতে শোনা যায়, 'আমি এটা ভাবছি যে তারা ক্রিকেট নিয়ে কথা বলছে নাকি সিনেমা নিয়ে। কারণ, আমি জানি না তারা ক্রিকেট সম্পর্কে কতটা জানে।' তাঁর এই মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশি সময় লাগেনি। আর এই কথা নিয়ে এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে জোর বিতর্কও। কেউ কেউ হরভজনের কথাটিকে 'নারী বিদ্বেষী' বলেও মন্তব্য করেছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একজন লিখেছেন, 'হিন্দি ধারাভাষ্যে প্রকাশ্যে আনুশকা শর্মার ক্রিকেট জ্ঞান নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে। আমরা কবে শোধরাব ভাই। সে শুধু আনুশকা নয়, সে বিরাট কোহলির স্ত্রী, যে কিনা সম্প্রতি ইতিহাস গড়েছে। সবার সামনে এভাবে কাউকে নিয়ে উপহাস করা খুবই বাজে ব্যাপার।'

আরেকজন লিখেছেন, 'ধারাভাষ্যকার বলছে, আনুশকা ও আথিয়া ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার ফাইনালে নিশ্চয়ই চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বলছে কারণ, তক্রিকেট নিয়ে তাদের খুব বেশি জ্ঞান নেইদ। এটা ঘৃণ্য। বিষয় যা,ই হোক, নারীবিদ্বেষ সর্বব্যাপী।' অন্য একজন লিখেছেন, 'হরভজনকে ধারাভাষ্য থেকে বাদ দেওয়া হোক।'

যন্ত্রণা নিয়েই বাড়ি ফিরতে হল সমর্থকদের।

পাকিস্তানের স্পিন বোলিং কোচ হচ্ছেন আজমল, অনূর্ধ্ব ১৯ দলের প্রধান কোচ ইউসুফ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তান ক্রিকেটে চলছে পরিবর্তনের ঝড়। জাতীয় দলের অধিনায়ক থেকে নির্বাচক, কোচিং স্টাফ সব জায়গাতেই পরিবর্তন এসেছে। নতুন ক্রিকেট পরিচালক হয়েছেন মোহাম্মদ হাফিজ। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরে প্রধান কোচের দায়িত্বও পালন করবেন হাফিজ। প্রধান নির্বাচক করা হয়েছে ওয়াহাব রিয়াজকে।

পাকিস্তান কিংবদন্তি মোহাম্মদ ইউসুফও এবার নতুন এক দায়িত্ব পেলেন।অনূর্ধ্ব ১৯ দলের প্রধান কোচ হয়েছেন ইউসুফ। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে পাকিস্তান জাতীয় দলের স্পিন বোলিং কোচ হতে যাচ্ছেন সাবেক স্পিনার সাঈদ আজমল। এ খবার জানিয়েছে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও সুপার।

২০০৮ থেকে ২০১৫;এই সময়ে পাকিস্তানের হয়ে সব সংস্করণ মিলিয়ে ২১২ ম্যাচ খেলেন আজমল। জিও সুপার সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, উমর গুলের সঙ্গে বোলিং বিভাগের দায়িত্ব নেবেন আজমল। গুল সামলাবেন পেস বিভাগের দায়িত্ব। সহকারী কোচ হয়ে ফিরতে পারেন শহীদ আসলাম। আর ফিল্ডিং কোচ হিসেবে ফিরতে পারেন আবদুল মাজিদ।পাকিস্তানের হয়ে ২০০৯ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী

অধিনায়ক ইউনিস খানেরও নতুন দায়িত্ব পাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। পাকিস্তান জুনিয়র ক্রিকেট ডেভেলপমেন্টে কাজ করতে পারেন ইউনিস। তাঁর কাজ হবে নতুন ও প্রতিভাবান ক্রিকেটার তুলে আনা।

ইউসুফ এর আগে পাকিস্তান জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন।

পাকিস্তানের জাতীয় ক্রিকেট একডেমিতেও কাজ করেছেন তিনি। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর পিসিবির পোস্ট করা এক ভিডিওতে ইউসুফ বলেছেন, 'পাকিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ দলের দায়িত্ব নিতে পেরে খুশি ও সম্মানিত। আগামী অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপ ও অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য মুখিয়ে আছি। যেটা ক্রিকেটারদের বেড়ে ওঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই টুর্নামেন্টে আমরা সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।'

ইউসুফের প্রথম অভিযান শুরু হবে ডিসেম্বরে এশিয়া কাপের মধ্যে দিয়ে। যুব বিশ্বকাপ হবে পরের বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে, শ্রীলঙ্কায়।

পাকিস্তানের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান বলা হয় ইউসুফকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে করেছেন ১৭ হাজারের বেশি রান, আছে ৩৯টি সেঞ্চুরি। পাকিস্তানের হয়ে প্রায় ৩০০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা এই ব্যাটসম্যানের জন্য ২০০৬ সালটা ছিল বিশেষ এক বছর। সে বছর ইউসুফ ব্যাট হাতে টেস্টে করেছিলেন ১৭৮৮ রান, ভেঙেছিলেন টেস্টে এক পঞ্জিকাবর্ষে ভিভ রিচার্ডসের করা সর্বোচ্চ ১৭১০ রানের রেকর্ড।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**